৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুর ইসলাম, সাম্প্রতিক সংস্থা-সম্মেলন (২০১৪-১৭) :

*১৪-১৫ মে ২০১৭ নিউ সিল্ক রুট/ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড/বেল্ট এন্ড রোড ইনিসিয়েটিভ কে সামনে রেখে বেইজিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; ভারত-জাপান এর বিপক্ষ হিসেবে ফ্রিডম করিডোর প্রতিষ্ঠা করতে চাই *২৫ শে ডিসেম্বর ২০১৫ চীনের উদ্যোগে বাংলাদেশসহ ৭৭টি দেশ মিলে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাংক ও জুলাই ২০১৫ ব্রিকসভুক্ত টি দেশকে নিয়ে নিউ ডিভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চীন বিশ্বব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ও সক্রিয় অবস্থায় অর্থনীতি পরিচালনা করছে * ২৮-২৯ এপ্রিল ২০১৭ তে ৩০তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে *৭-৮ জুলাই G-20 শীর্ষ সম্মেলন-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় জার্মানির হামবুর্গে *২৫শে মে ২০১৭ NATO শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে এবং ২৬-২৭ মে G-7/8 শীর্ষ সম্মেলন-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় ইতালির সিসিলি দ্বীপে *২০১৭ সালের COP-২৩ অনুষ্ঠিত হবে ওশেনিয়ার দেশ ফিজিতে * OIC 'র ৪৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন-২০১৭ অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায় *বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার অটিজম বিষয়ক শুভেচ্ছা দূত মনোনিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুল *৭ই জুলাই ২০১৭ পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *২৬-২৭ মে, ২০১৬তে ৪২তম G-7(G-8) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাপানে * ২০১৬তে ২২তম জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মরক্কোর মারাকেসে *২০১৬তে BIMSTEC সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নেপালে *১৪-১৬ জুলাই ২০১৬তে ১৭তম NAM শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভেনেজুয়েলার কারাকাসে *৩১মার্চ ২০১৬ পরমাণু নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে * ১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬তে অষ্টম BRICS সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভারতের গোয়াতে *এখন থেকে SAARC শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে প্রতি ২ বছর পর পর *২০১৯ ১৪তম ICC সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে গাম্বিয়া *১৪-১৫ ২০১৬ এপ্রিল ১৩তম OIC সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের ইস্তাম্বুলে *২৪ তম APEC শীর্ষ সম্মেলন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হবে ১৯-২০ নভেম্বর পেরুর লিমাতে *১৭-২২ শে জুলাই, ২০১৬ ১৪তম UNCTAD শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কেনিয়ার নাইরোবিতে *মার্চ-৪ ২০১৫ তৃতীয় BIMSTEC সম্মেলন শুরু হয় মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে *মার্চ ১৪ জি-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয় *এপ্রিল-১ ন্যাটোর সাথে রাশিয়ার সকল সহযোগিতা বন্ধ *এপ্রিল ২৩, বাংলাদেশ ২০১৪-১৭ UNICEF নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত *মে ১১ চীনের সাংহাইতে এর ৪র্থ CICA শীর্ষ সম্মেলন ও বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ * WTO- ১৬০তম সদস্য হিসেবে ইয়েমেনের যোগদান *জুন-১৬ FAO 2015 এর ৪ দিনব্যাপি শীর্ষ সম্মেলন শুরু ইতালির রাজধানী রোমে *সর্বশেষ ভিয়েতনামের অনুমোদনের মাধ্যমে ৩৫তম দেশ হিসেবে ভিয়েতনামের সর্মথনের মাধ্যমে জাতিসংঘ নদীধারা সনদ কার্যকর ২০১৫তে *সেপ্টেম্বর ৪, ২০১৫ ইংল্যান্ডের ওয়েলসে ২৬তম NATO শীর্ষ সম্মেলন শুরু *সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৫ ঢাকার গুলশানে BIMSTEC এর স্থায়ী সচিবালয়ের উদ্বোধন *অক্টোবর ১২, ২০১৪ ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে CPAর 60তম সম্মেলনে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন বাংলাদেশের স্পিকার শিরীন শারমিন *অক্টোবর ১২, ২০১৪ জেনেভায় শুরু হয় জাতিসংঘের IPU সম্মেলন; সভাপতি হন সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী *অক্টেবর ২১, ২০১৪ বাংলাদেশ ২০১৫-১৭ মেয়াদের জন্য এর সদস্য নির্বাচিত এবং জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরুপ ১৬-১৭ মেয়াদে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার *নভেম্বর ১০, ২০১৪ বেইজিং এ ২৫তম APEC বার্ষিক সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ১২, ২০১৪ মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে ASIAN শীর্ষ সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ১৫, ২০১৪ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে ৯ম জি-২০ সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ২৬-২৭, ২০১৪ কাঠমান্ডুতে ১৮তম SAARC শীর্ষ সম্মেলনে ৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণা গৃহীত *ডিসেম্বর -১, ২০১৪ , পেরুর লিমাতে ১২ দিনব্যাপী ২০তম জলবায়ু সম্মেলন বা COP-20তে প্রোজেক্ট 20×20 গৃহিত হয়।*আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ তে কারণ ফিরে যাওয়া দেশ মরক্কো পুনরায় এখানে এসে যোগদান করে। উল্লেখ্য উত্তর-পশ্চিম সাহারাকে আফ্রিকান ইউনিয়ন স্বীকৃতি প্রদান করাতে মরক্কো এই সংস্থাটি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুব ইসলাম, সাম্প্রতিক রাষ্ট্র-সংস্থা-সংগঠনের নেতৃত্ব :

*২০১৭ ফরাসি সাধারণ নির্বাচনে ফ্রান্সের ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ইমানুয়েল ম্যাঁখো *জার্মানির ১২তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০১৭তে শপথ নিয়েছেন ফ্রাংক ওয়াল্টার স্টেইনমিয়া * ৫৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৪৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জার্মান বংশোদ্ভুত রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প *ট্রাম্পের ফ্রাস্ট লেডি মেনালিয়া ট্রাম্প, অর্থমন্ত্রী স্যুচিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স ট্রিলার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেমস ম্যাটিস *ভারতের প্রথম বাঙালী প্রেসিডেন্ট প্রণব মুর্খাজি তার মেয়াদ শেষ করার পর ২ শে জুলাই ২০১৭ ভারতের ১৪তম প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ শপথ গ্রহণ করেন। ২৭ জুলাই ২০১৭ পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ পদত্যাগ করেন *১লা মার্চ ২০১৭ অস্ত্র সর্মপণের মাধ্যমে কলম্বিয়ার ফার্ক বিদ্রোহের অবসান ঘটে *২০১৭ আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপার্সন হিসেবে শপথ নেন গিনির আলফা কোন্দে * * AU বর্তমান চেয়ারম্যান সাদের ইদ্রিস দেবি *তাইওয়ানের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন *মিয়ানমারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট থিন কিয়াও *জম্মু ও কাশ্মিরের প্রথম নারী মূখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি *শ্রীলংকার বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাইথ্রিপালা সিরিসেনা ও প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে *নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিদ্যা দেবী ভান্ডারি *ইতালির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মারিও রোনজি * ১৪ই এপ্রিল OIC প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেসেফ তায়েফ এরদোয়ান *দূর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত যোসেফ ব্ল্যাটারের পরে FIFA ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হনে জিয়ান্নি ইনফান্তিনো * ১লা এপ্রিল ২০১৬ কমনওয়েলথ এর প্রথম নারী মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড *আরব লিগের (AL) বর্তমান ২০১৬ সালে মহাসচিব নির্বাচিত হন আহম্মেদ আব্দুল ঘেইত * SAARC পরবর্তী মহাসচিব এর জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয় পাকিস্তানের আমজাদ হোসেনকে * ILO ১৮৭তম সদস্য হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১৬তে যোগদান করেন টোঙ্গা *১২ই এপ্রিল ২০১৬ IMF+IBRD এর ১৮৯তম সদস্য হিসেবে যোগদান করেন নাউরু *PCAএর ১১৯তম সদস্য হিসেবে ২০১৬তে যোগদান করেন জিবুতি * FIFA প্রথম নারী মহাসচিব ফাতেমা সামারা *লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়র সাদিক খান *তুরস্কের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদ্রিম * ICC'র প্রথম নির্বাচিত ও বর্তমান চেয়ারম্যান ভারতের শশাঙ্ক মনোহর * IDB'র নতুন প্রেসিডেন্ট সৌদি আরবের বন্দর আল হাজার *১৮তম দেশ হিসেবে লাটভিয়া এবং ১৯তম দেশ হিসেবে লিথুনিয়া ইউরো চালু করেন *১৩ই ২০১৪ জানুয়ারি বৈরুতের কসাই হিসেবে খ্যাত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় *২০১৪ ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হয় * ২৯তম রাজ্য হিসেবে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্য হায়দারাবাদকে রাজধানী করে আত্মপ্রকাশ করেন *২৩শে মে ২০১৪ থাই সেনাপ্রধান পাইয়ুথ শান-ওসা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন *৮ই জুন ২০১৪ মিশরের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি দায়িত্ব গ্রহণ করেন *১৮ই জুন ১৪, ৪০ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ফেলিপ দে বর্বনের নিকট সিংহাসন ছাড়েন স্পেনের রাজা হুয়ান কার্লোস *১৬ই জুলাই ১৪, তৃতীয় মেয়াদে ৭ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ *২৯শে আগস্ট ১৪, তুরস্কের ২৬তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ড. আহেম্মেদ দাভুতোগলু *৮ই সেপ্টেম্বর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হায়দার আল আবাদী শপথ নেন *২৯শে সেপ্টেম্বর ১৪, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আশরাফ ঘানি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ শপথ নেন *১৯ শে অক্টোবর ১৪ টানা তিনবারের মত বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন বামপন্থী নেতা ইভো মোরালেস *তিউনিসিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন বেজি সাইদ এবেসেসি *ভেনিজুয়েলার নির্বাচিত সরকার নিকোলা মাদুরা। *কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তা *ফ্রান্সের ফ্রান্সোয়া ওলাদ *লিবিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আগুইলা সালেহ ঈসা *ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট জেকো উইদাদো *ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ মাসুম ও প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি *থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রাইউথ শান-ওশা *তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেসেপ তায়েফ এরদোগান *ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট রিউভেন রুভি রিভলিন।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুব ইসলাম, সাম্প্রতিক আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্ম্পক ও চুক্তি

*সন্ত্রাসের মদদ দাতা উল্লেখ করে ৫ জুন ২০১৭ মালদ্বীপসহ আরও ৬টি আরব দেশ কাতারের সাথে কূটনৈতিক সর্ম্পক ছিন্ন করে। ওবামা ক্ষমতায় এসেই তার ঘোষণা মতে ২০১৭'র জুন পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্য জোট টিপিটি পরিত্যাগ করেন, ওবামা কেয়ার স্বাস্থ্য বিল বাতিল করেন, নাফটা পরিত্যাগের ঘোষণা দেন এবং কিয়েটো প্রটোকলসহ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেন। *"কাতার জঙ্গীবাদ বিস্তার করছে" যুক্তরাষ্ট্র এমন জুজু'র ভয় দেখিয়ে ২০ মে ২০১৭ ট্রাম্প ১১ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রয় চুক্তির সাথে সাথে ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য চুক্তি করে ফেলে। ১৩ই জুলাই ২০১৭ শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা শ্রীসেনা তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এসে ১টি চুক্তি ও ১৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights-TRIPS ১৫ এপ্রিল ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত হবার পরে বর্তমানে এর বাস্তবায়নের সময়সীমা ২০২১ এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে *জানুয়ারি-১৭, ২০১৪ গোয়েন্দা চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে আঁড়িপাতা PRISOM কর্মসূচী বাতিল করেন * Trance Pacific Partnership-TPP নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে ২০১৬ সালে স্বাক্ষর করে ১২টি দেশ *এপ্রিল - ১, ২০১৪ চিলি-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে চিলিতে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত রপ্তানী সুবিধা পায় *এপ্রিল-৬, ২০১৪ সৌরবিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ও ADBর মধ্যে ১১০০০ মিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *মে-১২, ২০১৪ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে চীন-বাংলাদেশ ৪টি সামরিক চুক্তি করে *মে-২১, ২০১৪ রাশিয়া-চীনের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী ৪০০ বিলিয়ন ডলারের গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষরিত *জুন-৫, ২০১৪ বাংলাদেশ ও রাশিয়ার অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট এর মধ্যে রুপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১৯ কোটি ডলার মূল্যের তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *জুন-১৬, ২০১৪ বাংলাদেশের ৫টি বড় প্রকল্পে অর্থায়ণের জন্য জাপানের JICA ও বাংলাদেশের মধ্যে ১১৮ কোটি ডলার বা ৯১৮৬ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *আগস্ট-৬, ২০১৪ রেলওয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে - ADB ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে *অক্টোবর ১৩, ২০১৪ রাশিয়া-চীন ছোট বড় ৪০টি চুক্তি স্বাক্ষর করে *পদ্মাসেতুর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া; অস্ট্রেলিয়া-চীনা মুক্তবাণিজ্য ও পাকিস্তান-রাশিয়া সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *মালেশিয়া-বাংলাদেশ ভিসা ও জনবল রপ্তানী বিষয়ক, শ্রীলংকার সাথে ২৫,০০০ টন চাল রপ্তানি বিষয়ক ও ঢাকায় ভুটানের দুতাবাস স্থাপন বিষয়ক বাংলাদেশ ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

*২০১৭ এসডিজি সুচকে শীর্ষদেশ সুইডেন, সর্বনিম্ন দেশ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র এবং বাংলাদেশের অবস্থান ১২০ *বর্তমান শীর্ষ শরণার্থীর দেশ সিরিয়া, সবচেয়ে বেশি শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে তুরস্ক এবং সবচেয়ে বড় উদ্বাস্তু ক্যাম্প কেনিয়ার দাদাব *নিরক্ষীয় গিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে বর্তমান এলডিসির সদস্য ৪৭টি রাষ্ট্র *জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের রিপোর্ট-২০১৭ অনুসারে প্রায় ১৪০.৯৫ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে শীর্ষে আছে চীন, ১৩৩.৯১ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে ২য় অবস্থানে আছে ভারত; বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬.৪৭ কোটি প্রায়, প্রতি বর্গ কি.মি.'তে ২৫৭০৯ জন নিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষে আছে মোনাকো এবং ১.৯ জন নিয়ে কম ঘনত্বে শীর্ষে আছে মঙ্গোলিয়া *২০১৭'র এফ এ ও রির্পোটে সবচেয়ে বেশি ধান-গম উৎপাদনকারী দেশ চীন, তবে সবচেয়ে বেশি গম রপ্তানীকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র এবং চাল রপ্তানীকারক দেশ ভারত, মাছ উৎপাদন ও রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ চীন

*জাতিসংঘের প্রাণী সংরক্ষনের তালিকায় সম্প্রতি ৩০টি প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয়েছে *সৌদি আরবে কোন নদী নাই। *সাগরমাতা হিমালয়ের নেপালি নাম *সাগর গাভী বলা হয় ডুগংকে *আফ্রিকার দু:খ বলা হয় সাহারা মরুভুমিকে এবং চীনের দু:খ বলা হয় হোয়াংহো নদীকে *ইয়েতি হচ্ছে তিব্বতের রহস্যময় তুষার মানব *মেরু প্রদেশে বসবাসকারী মানুষদের বলা হয় এস্কিমো, তাদের ঘরকে বলা হয় ইগলু, তাদের গাড়িকে বলা হয় স্লেজ এবং তাদের শিকারের অস্ত্রকে বলা হয় হার্পুন *চীরবসন্তের দেশ বলা হয় ইকুয়েডরকে *নিরক্ষরেখাতে সর্বদা বৃষ্টিপাত হয় এবং দিবা-রাত্র সমান *Isobar & Isotherm বলে যথাক্রমে সমচাপ ও সমতাপ অঞ্চলকে *বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের একত্রিত হওয়ার স্থানকে বলা হয় হটস্পট *১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাস প্রথম দেখা যায় কঙ্গোর কঙ্গো নদীর উপনদী ইবোলার তীরে *আরোরা বা মেরুজ্যোতি দেখা যায় মেরু প্রদেশে *বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌরশক্তি কেন্দ্র আছে চীনে *ভু-প্রকৃতি অনুসারে এশিয়াকে ৫, ইউরোপকে ৪, উত্তর আমেরিকাকে ৫, দক্ষিণ আমেরিকাকে ৩ ভাগে বিভক্ত *যে স্থানগুলোতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলোকে একত্রিত হতে দেখা যায় তাকে হটস্পট বলে *প্রেইরি তৃণভুমি উত্তর-মধ্য আমেরিকায় *সাভানা দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকায় *পম্পাস তৃণভুমি আর্জেন্টিনায় *স্তেপস তৃণভুমি মধ্য এশিয়াতে দেখা যায় *বিশ্বের মোট বরফের ৯০% অ্যান্টার্কটিকাতে আছে *মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ কাজাখস্তান এবং *এশিয়াতে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভ্লাডিভস্টক *লন্ডনের গ্রিনিচ শহর থেকে বিশ্বের সকল শহরের সময় নির্ধারণ করা হয় বলে *এই শহরের সাথে লন্ডনের সময়ের কোন পার্থক্য নেই *গ্রেট স্যান্ডি-গ্রেট ভিক্টোরিয়া-সিম্পসন-গিবসন মরুভুমি অস্ট্রেলিয়াতে *থর পাক-ভারত *গোবি চীন-মঙ্গোলিয়া *আতাকামা-আর্জেন্টিনা-চিলি *কলরাডো আমেরিকা *কালাহারি দ. আফ্রিকা *সাহারা: লিবিয়া-তিউনিসিয়া-নাইজার-উত্তর পশ্চিম সাহারা-মরক্কোতে *রাব আল খালি-রাব আল ফুয়াদ-নাফুদ সৌদি আরবে অবস্থিত *ওশেনিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় হ্রদ অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ভিক্টোরিয়া *পোল্যান্ড জার্মানির সীমানা নির্ধারণকারী নদী ওডেরনিস *লা-প্লাটা নদীর তীরে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইয়ার্স ও উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও অবস্থিত। *দৈনিক অবস্থাকে আবহাওয়া এবং ৩০/৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে *সুর্য থেকে আলো আসতে সময় লাগে ৮.৩২ মিনিট বা ৮ মিনিট ১৯.৪৭ সেকেন্ড বা প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড *ছায়াপথের নিজ অক্ষে আর্বতণকে কসমিক ইয়ার বলে *ভুপৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে বলা হয় ছায়াবৃত্ত *পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক কৃত্রিম উপগ্রহ অলিবার্ড ও শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধুমকেতু হেলবপ *হ্যালির ধুমকেতু ৭৬ বছর পরপর দেখা যায় সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৮৬তে এবং ১৯৬২তে দেখা যাবে *সুর্যের নিকটতম-দ্রুততম-সবচেয়ে উত্তপ্ত-ক্ষুদ্রতম-কক্ষপথ ছোট গ্রহ বুধ *বিশ্বের সবচেয়ে নিকটতম-পৃথিবীর জমজগ্রহ-পৃথিবী থেকে শুকতারা-সন্ধ্যাতারা হিসেবে দেখা যায়-সমুদ্রে ও মরুভুমিতে পথপ্রর্দশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় শুক্রগ্রহ *ভারতীয় চন্দ্রযান মঙ্গলে পানি পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে *গ্রহরাজ বলা হয় বৃহস্পতিকে *চন্দ্র-সুর্যের আর্কষণে পানির ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে *মূখ্য জোয়ার হয় চাঁদের দিকে এবং গৌণ জোয়ার হয় চাঁদের বিপরীত দিকে *তবে চন্দ্র-সূর্যের মিলিত আর্কষণে হয় ভরা কাঁল/তেজ কাঁল হয় অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং উভয়ের বিপরিত আর্কষণে মরাকটাল হয় অষ্টমি তিথিতে *মাসে দুইবার করে ভরা কাঁল ও মরা কাঁল এবং জোয়ারের ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পরপর ভাটা হয় *সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আর্কষণ প্রায় দ্বি-গুন *বায়ু প্রবাহিত হয় উচ্চ চাপবলয় থেকে নিম্ন চাপ বলয়ে *প্রবলবেগে সমুদ্র বায়ু প্রবাহিত হয় অপরাহ্নে *বাতাসে ৭৮.০২% নাইট্রোজেন, ২০.৭১ অক্সজেন, .৮০ আর্গন, .৪১ জলীয়বাষ্প, .০৩ ভাগ কার্বনডাই অক্সাইড, .০০১ ভাগ ওজোন গ্যাস আছে *সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ৭৬ সে.মি. বা ১০ নিউটন *সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ৭৬ সেমি পারদ বা ১০ নিউটন *জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন নি:সরণ হয় *ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ু পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় মৌসুমি বায়ু *ভু-পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে একজন মানুষের ওপর প্রায় ১৫ পাউন্ড বায়ুর চাপ পড়ে *পৃথিবীতে মোট ৪টি চাপ বলয় আছে *বর্ষাকালে ভেজা কাপড় শুকাতে দেরি হওয়ার কারণ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকে *যে বায় সারা বছর উচ্চ চাপ বলয় থেকে নিম্ন চাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তাকে অয়ন বায়ু বলে *মেঘ ও বৃষ্টি উভয়েই ৪ প্রকার বিশ্বের মোট ৫৮% সমভুমি, ১৮% পর্বত এবং ২৪% মালভুমি আছে *আগুনের দ্বীপ বলা হয় আইসল্যান্ডকে এবং আগ্নেয় মেখলা দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে *ভু-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে ওজনস্তর অবস্থিত।

বায়ু প্রবাহ ৪ প্রকার নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু, স্থানীয় বায়ু ও অনিয়মিত বায়ু। সমুদ্র স্রোতকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয় ১.আটলান্টিক ২.প্রশান্ত ৩.ভারত ৪.বদ্ধ মহাসাগর *সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০ ও সর্বোচ্চ দ্রাঘিমাংশ ১৮০ * ২৩শে সেপ্টেম্বর শারদ বিষুব ২১শে মার্চ বসন্ত বিষুব *বায়ুমন্ডলের গভীরতা ১০,০০০ কি.মি ও বয়স ৩৫ কোটি বছর *পৃথিবীতে চাপ বলয় ৪টি ১.নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় ২.ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় ৩.মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয় ৪.মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় *বায়ুমন্ডল প্রধানত ৪ভাগে বিভক্ত: টপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার ও থার্মোস্ফিয়ার (আয়নোস্ফিয়ার-এক্সস্ফিয়ার-ম্যাগনিটোস্ফিয়ার)

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান: মহানুব ইসলাম স্যার, ভুগোল বাংলাদেশ ও আন্তজার্তিক, পৃষ্ঠা-৫

*প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৯৩ সালে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় *বাংলাদেশে ১৯৭০, ৯১, ২০০৭ (সিডর), ২০০৯ (আইলা) নামক বন্যা ও জলোচ্ছাস হয় এবং ১৯৮৮, ৯৮, ২০০৪ ০ ২০০৭ এ মারাত্মক বন্যা হয় *ঘুর্ণিঝড়ের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় স্যাফি সিম্পসন স্কেলের মাধ্যমে *বাংলাদেশে ১৯৪৪ এর বন্যাতে ৪০হাজার, ১৯৬৫'র বন্যাতে প্রায় ৪৭ হাজার, ১৯৭৯ এর সাইক্লোনে প্রায় ৩ লক্ষ, ১৯৯১ এর সাইক্লোনে প্রায় ১৪ লক্ষ নিহত হয় এবং ১৯৮৭এর বন্যাতে ৩ কোটি, ১৯৮৮'র বন্যাতে ৫ কোটি এবং ১৯৯৮ এর বন্যা-জলোচ্ছাসে ২ কোটি মানুষ নিহত হয় *বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ ৩ ভাগে বিভক্ত, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ৩টি এবং দেশের ভুমিকম্পীয় অঞ্চল ৩টি *দেশে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ৪১০টি, আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র ২টি, ভুপর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ৪টি ও কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ১২টি আছে *দেশে একমাত্র আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র SPASO প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে *ঘুর্ণিঝড়ে ১-১১ মাত্রার সর্তক সংকেত ব্যবহার করা হয় *Global Worming & Green House Effect এর ফলে বাংলাদেশের নিম্নভুমি প্লাবিত হবে *সাইক্লোন গ্রিক শব্দ যার অর্থ এক চোখ ওয়ালা দৈত্য, *ল্যাতিন শব্দ এল নিনো শব্দের অর্থ দূরন্ত বালক এবং লা নিনা শব্দের অর্থ দুরন্ত বালিকা (এই দুই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি পেরু ও ইকুয়েডরের জেলেরা সমুদ্রে মাছ পাইনা) *সিডর শব্দের অর্থ চোখ *নার্গিস নামক উর্দু শব্দের অর্থ ফুল *আইলা শব্দের অর্থ শুশুক *টাইফুন শব্দের অর্থ সামুদ্রিক ঝড় *সুনামি শব্দের অর্থ বন্দরের ঢেউ *বাবেল মান্দেব শব্দের অর্থ মৃত্যুর দরজা *মাথাপিছু কার্বন নি:সরণে শীর্ষ দেশ অস্ট্রেলিয়া *দেশটি সর্বপ্রথম কার্বন ট্রাক্স বসিয়েছে *তবে সর্বোচ্চ কার্বন নি:সরণকারী দেশে চীন এবং দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *ভুমিকম্পে রিখটার স্কেলে ১-১০ সংখ্যা ব্যবহার করা হয় *৪০-৪৭ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে *তীব্র পানি সংকটের কারণে মালদ্বীপে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে ২০১৪ সালে *জলবায়ু সম্মেলন বা কপ-২০ অনুষ্ঠিত হয় পেরুর লিমাতে ও কপ-২১ অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে *৮ই ডিসেম্বর ফিলিপাইনে আঘাত হানে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হ্যাগপিট *আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নির্ধারিত হয় বেরিং প্রণালী থেকে *বিশ্বের সবেচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ আছে অস্ট্রেলিয়াতে *নদীর পানি পরিমাপের একক কিউসেক এবং সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের একক ফ্যাদোমিটার *বিশ্বের একমাত্র ভাসমান বন আছে ভারতের আসামে *সিনাই পর্বত ও গোলান মালভুমি আছে যথাক্রমে মিশর এবং সিরিয়াতে *ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অঞ্চল সেন্ডেন-সিস্টাস আছে ভাতের উত্তর-পূর্বের ৭টি রাজ্যে *বলকান শব্দের অর্থ পার্বত্যময়, বাল্টিক শব্দের অর্থ বেল্টজাতির দেশ, স্ক্যান্ডেনেভিয়া অর্থ পাহড়ি *এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে অবস্থিত মিশর, এশিয়া-ইউরোপ জুড়ে অবস্থিত তুরস্ক ও রাশিয়া *তবে এশিয়াতে অবস্থিত হলেও আজারবাইজানকে সাংস্কৃতিক ভাবে ইউরোপিয় ধরা হয় *যৌথভাবে বিশ্বের দীর্ঘতম নদী যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-মিসৌরি *শতাব্দীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হেলবপ *মহাশুন্যে প্রথম যাত্রী লাইকা নামে একটি কুকুর *প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগারিন *প্রথম নারী ভ্যালিন্তিনা তেরেস্কোভা *পৃথিবী গোলাকার এটি সবার আগে প্রকাশ করেন পিথাগোরাস *২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত *২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত উত্তর গোলার্ধে ঠিক তার বিপরিত *২১ মার্চ ও ২৩ শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সমগ্র দিবা-রাত্র সমান *০ ডিগ্রি অক্ষাংশকে বলা হয় নিরক্ষরেখা, *২৩.৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে ট্রপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তী এবং *২৩.৩০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তী রেখা বলা হয় *৬৬. ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু রেখা বলা হয় *পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম গামী এই রেখাগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা বা অক্ষাংশ এবং উত্তর-দক্ষিণগামী রেখাগুলোকে বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা এটি লন্ডনের গ্রিনিচ শহর থেকে শুরু বলে একে মূলমধ্যরেখা বলা হয় *বিশ্বের কোন অঞ্চলের অপর পৃষ্ঠের অঞ্চলকে বলা হয় প্রতিপাদ স্থান *বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগওে *৪০-৪৭ দক্ষিণ অক্ষাংশে পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাধিক এই কারণে একে গর্জনশীল চল্লিশা বলে *৩০-৩৫ উত্তর অক্ষাংশে বায়ু প্রবাহ অনেক কম তাই একে অশ্ব অক্ষাংশ বলে *প্লুটো গ্রহটি বর্তমানে হারিয়ে গেছে

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান: মহানুর ইসলাম স্যার, ভুগোল বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক, পৃষ্ঠা-৪

*বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের ১২০ কি.মি দীর্ঘ কক্সবাজার; সমুদ্র কন্যা বলা হয় পটুয়াখালিকে *বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি ও সবচেয়ে বড় দ্বীপ ভোলা(৩৪০০ বর্গ কি.মি) *নিঝুম দ্বীপের আয়তন ৯১ বর্গ কি.মি. এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন ৮ বর্গ কি.মি. *দেশের বৃহত্তম চলন বিল রাজশাহী, পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ জুড়ে অবস্থিত *সেন্টমার্টিন দ্বীপের অপর নাম নারিকেল জিঞ্জিরা *জুন ২০১৭ বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড় মোরা

বিভ্রান্ত করে যা কিছু তথ্য: *পোর্ট গ্রান্ডে চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ব নাম ছিল আর পোর্ট ব্লেয়ার- আন্দামান নিকোবরের রাজধানী ২.পোর্ট লুইস-মরিশাসের রাজধানী ও সমুদ্র বন্দরের নাম আর পোর্ট মৌসাবি-পপুয়া নিউগিনির রাজধানী ও সমুদ্র বন্দরের নাম ৩. পোর্ট সৈয়দ-মিশরের বিখ্যাত শহর এবং সমুদ্র বন্দর আর পোর্ট স্ট্যানলি-জিব্রাল্টার এর রাজধানী এবং সমুদ্র বন্দর ৪.ওয়েলিং ওয়াল -জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদীদের পবিত্র স্থান আর ভিয়েতনাম ওয়াল-ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ৫. গ্রেট ওয়াল-চীনের বিখ্যাত মহাপ্রাচীর আর ওয়ালস্ট্রিট-যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বিখ্যাত শেয়ারবাজার ৬. হোয়াইট হল-ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয় আর হোয়াইট হাউস -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার নাম ৭. ওয়ার্ল্ড ওয়াচ-মার্কিন পরিবেশবাদী গ্রুপ আর হিউম্যান রাইট ওয়াচ- মার্কিন মানবাধিকার গ্রুপ ৮.ডেমোক্রেসি ওয়াচ-জনমত যাচাইকারী বেসরকারী সংস্থা আর বে ওয়াচ-বিখ্যাত মার্কিন সিরিয়্যাল ৯.ব্ল্যাক বেঙ্গল-কালো জাতের যমুনা পাড়ের ছাগল আর ব্ল্যাক কোয়াটার-গবাদী পশুর রোগের নাম ১০. ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর-ফিলিস্তিনি গেরিলাদের দল আর ব্ল্যাক প্যানথার-মার্কিন নিগ্রোদের গেরিলা দল ১১. ব্ল্যাক ওয়াটার-মার্কিন বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থ আর ব্ল্যাক ডগ-পার্বত্য চট্টগ্রামের গেরিলা দল ১২. ব্ল্যাক ক্যাট-ভারতের কমান্ডো বাহিনী আর ব্ল্যাক সি- কৃষ্ণ সাগর ১৩. ব্ল্যাক গোল্ড-তৈজস্ক্রিয় খনিজ বালু আর ব্ল্যাক সার্ট- ইতালির মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল ১৪. ব্ল্যাক ডিসেম্বর-পাকিস্তানের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী দল আর ব্ল্যাক টাইগার-শ্রীলংকার তামিল গেরিলা দল ১৫.বন্ড স্ট্রিট-জুয়েলারী শিল্পের জন্য বিখ্যাত আর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট-বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান বাসভবন ১৬.১১ নং ডাওনিং স্ট্রিট- বৃটিশ অর্থমন্ত্রীর বাসভবন আর ফ্লিট স্ট্রিট-সংবাদপত্রের জন্য বিখ্যাত ১৭.ফ্রি-টাউন-সিয়েরালিওনের রাজধানী আর জর্জটাউন-গায়েনার রাজধানী ১৮. ব্রিজটাউন-বার্বাডোজের রাজধানী আর হলিটাউন-ভ্যাটিকানের রাজধানী ১৯.স্ট্যাচু অব পিস-নাগাসাকি, জাপান আর স্ট্যাচু অব ডেমোক্রেসি-হংকং ২০.স্ট্যাচু অব লিবার্টি-নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার-রিওডিজেনেরিও ২১.পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার-কুয়ালালামপুর, মালেশিয়া আর টুইন টাওয়ার-নিউইয়র্ক, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ২২.সিয়ার্স টাওয়ার-শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র আর সিএন টাওয়ার-টরেন্টো, কানাডা ২৩.আইফেল টাওয়ার-প্যারিস, ফ্রান্স আর ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার-টোকিও, জাপান ২৪.ফ্রিডম টাওয়ার-টুইন টাওয়ারের স্থলে নির্মিত টাওয়ার আর ওয়াটার টাওয়ার-শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র ২৫. এলিস প্রাসাদ-ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবন ২৬. বার্কিংহাম প্যালেস-বৃটিশ রাণীর বাসভবন, লন্ডন আর বার্কিংহাম প্রাসাদ-বৃটিশ রাণীর বাসভবন, লন্ডন- ২৭. পোডালা প্রাসাদ-তিব্বত, গণচীন আর মারদেকা প্রাসাদ-জার্কাতা, ইন্দোনেশিয়া আর নারায়ণহিতি প্রাসাদ- কাঠমান্ডু, নেপাল ২৮. ফ্রিডমহাউস-মার্কিন বুদ্ধিজীবিদের সংস্থা আর ফ্রিডম ফ্লোটিলা যুদ্ধ জাহাজ।

আর্ন্তজাতিক: ভুগোল-পরিবেশ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কিছু হট সাজেশান:*IPCC এর পূর্ণ রুপ Intetgovernmental Pannel for Climate Change এবং *COP এর পূর্ণরুপ Conference of the Parties এরা দুটিই পরিবেশ সংক্রান্ত *COP 20 পেরুর লিমাতে গৃহিত প্রজেক্ট 20×20 হচ্ছে 2020 সালের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কোটি হেক্টর নতুন অঞ্চলে বনায়ন করা *কার্বন ডেটিং হচ্ছে বাতাসে কার্বন পরীক্ষা এবং গ্রিনকেমিস্ট্রি হচ্ছে পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ *ওজন গ্যাস ৩টি অক্সজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরমাণু এর রং গাঢ় নীল এটি মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মিকে পরিশোধন করে *প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি পাউন্ড কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশে যাচ্ছে * ই-৮ এর সকল দেশই উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত *সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২-৩ মিটার বেড়ে গেলে বিশ্বের ১৭% এবং ৩ ফুট উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের ১৭.৩% ডুবে যাবে *নদী ভাঙনে সর্বস্ব জনগণকে বলা হয় নদী সিকিস্তী এবং নতুন চর জাগলে যারা বসতি গাড়ে তাদের বলা হয় নদী পয়স্তী *বাংলাদেশে বর্তমান ২৪০৭টি দূর্যোগব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র আছে *ঢাকা মহানগরীতে ২০০২ সালে পলিথিন এবং সুন্দরবনে ৭ প্রজাতীর ইকোলজি আছে *তবে এখানে শ্যালানদীর মৃগমারি এলাকাতে তেলবাহী ট্যাংকার ডুবে তেল ছড়িয়ে এগুলো মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হয় *২০০৩ সালে টু-স্ট্রোক যান নিষিদ্ধ করা হয় *১৭ই ডিসেম্বর ১৪ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের দূর্যোগ মোকাবেলাতে ৮.৫ হাজার কোটি টাকা প্রদানে সম্মত হয় *বাংলাদেশে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণিত হয় ২০১২ সালে

গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক স্থান: *দিয়োগা গার্সিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি *আটলান্টিক মহাসাগরে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়র্নকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল *দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম নিউমুর *সিনাই উপত্যকা-জেরুজালেম-গোলান মালভূমি-জর্ডান নদী-গ্যালিলি সি ইসরাইলের আশেপাশে ভু-মধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত *ওয়াটার-লু বেলজিয়ামের গ্রাম *ভু-মধ্যসাগরের রুবেন দ্বীপে নেলসন ম্যান্ডেলাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল *জেদ্দা সৌদি আরবের প্রধান শহর *কার্টজেনা কলম্বিয়ার শহর *মন্ট্রিল কানাডার শহর *কিয়েটো জাপানের প্রাচীন রাজধানী *বালি ও বান্দুং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ *শার্ম আল শেখ মিশরের অবকাশ কেন্দ্র *আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের বন্দও *ইস্তাম্বুল তুরস্কে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র ইউরেশিয়ান শহর *শেনঝেন নেদারল্যান্ডের শহর *সিনাই এশিয়া-আফ্রিকাতে অবস্থিত একমাত্র অঞ্চল।

বাংলাদেশের ভৌগলিক তথ্য: বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানঃ ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ *অতিক্রান্ত রেখাঃ কর্কটক্রান্তি রেখা বা ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা *অঞ্চলগত অবস্থানঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলে *ঢাকার প্রতিপাদ স্থানঃ চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে। *সর্ব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার *সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড় *সর্ব পূর্বের জেলা বান্দরবান *সর্ব পশ্চিমের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ *সর্ব দক্ষিণের উপজেলা টেকনাফ (কক্সবাজার) *সর্ব উত্তরের উপজেলা তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়) *সর্ব পূর্বের উপজেলা থানচি (বান্দরবান) *সর্ব পশ্চিমের উপজেলা শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) *উত্তর-পূর্ব কোণের উপজেলা জকিগঞ্জ *দক্ষিণ-পূর্ব কোণের উপজেলা টেকনাফ *সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন সেন্টমার্টিন (কক্সবাজার) *সর্ব উত্তরের ইউনিয়ন বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়) *সর্ব পূর্বের ইউনিয়ন আলকিদম (বান্দরবান) *সর্ব পশ্চিমের ইউনিয়ন মনাকশা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) *সর্ব দক্ষিণের স্থান/দ্বীপ ছেঁড়া দ্বীপ *সর্ব উত্তরের স্থান জায়গীরজোত, বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়) *সর্ব পূর্বের স্থান আখানিঠং। সর্ব পশ্চিমের স্থান মোনাকোশা * বাংলাদেশের আয়তনঃ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল *দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আয়তনে বাংলাদেশের অবস্থানঃ চতুর্থ * মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ঃ ৫১৩৮ কিলোমিটার *মোট স্থলসীমা ঃ ৪৪২৭ কিমি *জলসীমার দৈর্ঘ্য ঃ ৭১১ কিমি *রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ঃ ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২.২৩৬ কি.মি. *অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ঃ ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪ কিলোমিটার NB: ১ নকিক্যাল মাইল = ১.৮৫৩ কি.মি. *মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্যঃ ২৮৩ কিমি। (ভূমি মন্ত্রনালয়ের রিপোর্ট) * মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্যঃ ২৮২ কিমি * মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্যঃ ২৭১ কিমি। (B.G.B) * ভারত-বাংলাদেশের অমীমাংসিত সীমান্ত দৈর্ঘ্যঃ ৬.৫ কিমি (দৈখাদা-কুড়িগ্রাম, মুহুরীর চর-ফেনী, লাঠিটিলা-সিলেট স্থান ৩টিতে) বর্তমানে সমাধান হয়েছে *বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ঃ ৫টি (পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরা ও মিজোরাম) *বাংলাদেশের উত্তরে ঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় *বাংলাদেশের দক্ষিণে ঃ আন্দামান-নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ *বাংলাদেশের পূর্বেঃ আসাম,ত্রিপুরা ও মিজোরাম *বাংলাদেশের পশ্চিমে ঃ পশ্চিমবঙ্গ * বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের জেলাঃ ১০টি। জেলাগুলো হলোঃ ১. নদীয়া, ২. মুর্শিদাবাদ, ৩. বীরভূম, ৪. উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৫. মালদহ, ৬. কুচবিহার, ৭. জলাপাইগুড়ি ও ৮. বারাসাত ৯. বাহারামপুর ১০. কৃষ্ণনগর * বাংলাদেশের ভারতের সাথে ৪১৪৪ কিলোমিটার, মায়ানমারের সাথে ২৮৩ কিলোমিটার, জলসীমা ৭১১ কিলোমিটার, মোট-৫১৩৮ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে *বাংলাদেশের ভূখন্ড সৃষ্টির পূর্বে ছিল-বঙ্গখাত *ভারতের সাথে জলসীমা-১৮০ কি.মি. *বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ত পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়েছে-রাঙ্গামাটি জেলায় *১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তকালে ভারত-বাংলাদেশের মাঝে নিরূপিত সীমারেখা-র‍্যাডক্লিফ রেখা *বাংলাদেশের মোট নদীর দৈর্ঘ্য ২২,১৫৫ কি.মি. *বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা নাটোরের লালপুর ও শীতলতম স্থান শ্রীমঙ্গল আর সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল স্থান সিলেটের লালখান *বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি *পৃথিবীতে চাপ বলয় আছে ৭টি *বাংলাদেশে ৪টি ভূ-কম্প পর্যবেক্ষন কেন্দ্র, ১২টি কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের ২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে *সুন্দর বনের মোট ৬২% বাংলাদেশে আছে এর আয়তন ২৪০০ বর্গমাইল *বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমান ১৭.০৮% তবে আয়তন অনুপাতে নূন্যতম ২৫% বনভূমি দরকার *সারা বছর নাব্য থাকে বাংলাদেশের ৫২০০ কি.মি নদী *জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় ১৯৯২ সালে; দেশে ৩টি পরিবেশ আদালত আছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে *বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টি ভারতের সাথে এবং ৩টি মিয়ানমারের সাথে(নাফ, মাতামুহরি, সাঙ্গু), *বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড একটি সমুদ্র খাত।

৩৪তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশন: মহানুর ইসলাম স্যার : ভূগোল বাংলাদেশ-আন্তর্জাতিক পর্ব-২

ভৌগলিক স্থলভাগ: *প্রায় ৭৫০০ কি.মি. বিশ্বের বৃহত্তম পর্বত দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ *উচ্চতম পর্বত ৮৮৫০ মিটার উচ্চতার হিমালয় দৈর্ঘ্য ২৪১৪ কি.মি. *বৃহত্তম-উচ্চতম মালভুমি তিব্বতের পামির *বৃহত্তম মরুঅঞ্চল আফ্রিকার সাহারা ৯১,০০০০ বর্গ কি.মি. যার মধ্যে ৮৪,০০০০০ বর্গ কি.মি. সম্পুন মরুভুমি কিন্তু*বৃহত্তম শীতল মরুভুমি চীনের গোবি *বিশ্বের বৃহত্তম সমভুমি মধ্য ইউরোপের সমভুমি *বিশ্বের বৃহত্তম বনভুমি রাশিয়ার তৈগা, তবে সবচেয়ে বেশি বৃক্ষ আছে দ.আমেরিকার আমাজনের একে বিশ্বের ফুসফুস বলে *বিশ্বে মোট সমুদ্রবিহীন দেশ ৪৫টি; এশিয়া-১০, ইউরোপ-১৭, আফ্রিকা-১৬ ও দক্ষিণ আমেরিকা ২টি দেশ *বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ আরব উপদ্বীপ এবং সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ বাংলাদেশের সুন্দরবন *বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ৭টি দেশে অবস্থিত পর্বত কারাকোরাম *স্থলভাগে বিশ্বের সবচেয়ে নিচু স্থান জর্ডান-ইসরাইলের ডেড-সি -৩৯৮ মি. যেখানে লবনাক্ততার ঘনত্বের কারণে এখানে কোন প্রাণী বাসকরতেও পারেনা আবার ডুবেও না।

ভৌগলিক-রাজনৈতিক সীমারেখা: *মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সনোরো লাইন, *পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ডুরান্ট লাইন, *ভারত ও পাকিস্তান লাইন অব কন্ট্রোল, *চীন ও ভারত ম্যাকমোহন লাইন, *ইরাকে নো ফ্লাইং জোন, *দুই কোরিয়া ৩৮অক্ষরেখা, *জার্মান এবং পোলান্ডের হিন্ডারবার্গ লাইন, *জার্মান ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন, *কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা, *ভারত ও চীন ম্যাকমোহন লাইন, *জার্মানি ও পোলান্ডের ওডেরনিস লাইন, *জার্মানি এবং ফ্রান্স সিগফ্রিড লাইন সীমারেখাটি নির্মাণ করে ফ্রান্স, *সাবেক উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১৭ অক্ষরেখা, *উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার ৩৮ তম অক্ষরেখা, *আমেরিকা এবং কানাডার মধ্যকার ৪৯তম অক্ষরেখা, *২৪তম অক্ষরেখা: *পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার কচ্ছ এলাকার সীমানা নির্ধারণকারী সীমা রেখা।

ভৌগলিক উপনাম: *সকাল বেলার শান্তি-কোরিয়া *সাদা হাতির দেশ-থাইল্যান্ড *বাজারের শহর-কায়রো *পৃথিবীর ছাদ-পামির মালভূমি *মুক্তার দ্বীপ-বাহরাইন *লবঙ্গ দ্বীপ-জাঞ্জিবার *নিষিদ্ধ দেশ-তিব্বত *নীল নদের দেশ-মিশর *হাজার দ্বীপের দেশ-ফিনল্যান্ড *দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন-নিউজিল্যান্ড *মন্দিরের শহর-বেনারস *উত্তরের ভেনিস-স্টকহোম *দ্বীপের নগরী-ভেনিস *জাঁকজমকের নগরী-নিউইয়র্ক *ভূ-মধ্যসাগরের প্রবেশ দ্বার-জিব্রাল্টার *পঞ্চ নদের দেশ-পাঞ্জাব (পাকিস্তান) *দক্ষিণের রাণী-সিডনি *পাকিস্তানের প্রবেশ দ্বার-করাচী *লিলি ফুলের দেশ-কানাডা *গোলাপি শহর-রাজস্থান (ভারত) *চির বসন্তের নগরী-কিটো (দক্ষিণ আমেরিকা) *ল্যান্ড অব মার্বেল-ইটালী *গ্রানাইটের শহর-এবারডিন *পোপের শহর-রোম *পবিত্র ভূমি-প্যালেস্টাইন *সোনালী আঁশের দেশ-বাংলাদেশ *ক্যাঙ্গারুর দেশ-অস্ট্রেলিয়া *সূর্যোদয়ের দেশ-জাপান *নিশীথ সূর্যের দেশ-নরওয়ে *ইউরোপের রণক্ষেত্র-বেলজিয়াম *ইউরোপের ক্রীড়াভূমি-সুইজারল্যান্ড *ভূ-স্বর্গ-কাশ্মীর *সমুদ্রের বধু-গ্রেট বৃটেন *অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ-আফ্রিকা *নিষিদ্ধ নগরী-লাসা *সাত পাহাড়ের শহর-রোম *প্রাচ্যের গ্রেট বৃটেন-জাপান *শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান-গিনিকোস্ট *স্বর্ণ নগরী-জোহান্সবার্গ *চীনের দুঃখ-হোয়াংহো নদী *ভারতের প্রবেশ দ্বার-বোম্বে (মুম্বাই) *প্রাচ্যের ভেনিস-ব্যাংকক *প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার-ওসাকা (জাপান) *ম্যাপল পাতার দেশ-কানাডা *সম্মেলনের শহর-জেনেভা *সাদা শহর-বেলগ্রেড *বিশ্বের রুটির ঝুড়ি-উত্তর আমেরিকার প্রেইরি *পবিত্র পাহাড়-ফুজিয়ামা *চির সবুজের দেশ-নাটাল *পান্না দ্বীপ-আয়ারল্যান্ড *নীরব শহর-রোম *মসজিদের শহর-ঢাকা *সোনালী প্যাগোডার দেশ-মায়ানমার *হাজার হ্রদের দেশ-ফিনল্যান্ড *পীত নদীর দেশ-হোয়াংহো *মটর গাড়ীর দেশ-ডেট্রয়েট শহর *মেডিটেরিয়নের দেশ-জিব্রাল্টার *সোনার অন্ত:পুর-ইস্তাম্বুল *ভারতের উদ্যান-লক্ষ্ণৌ *গগনচুম্বী অট্টালিকার দেশ-নিউইয়র্ক *দ্বীপ মহাদেশ-অস্ট্রেলিয়া *ভূমিকম্পের দেশ-জাপান *হারকিউলিসের স্তম্ভ-জিব্রাল্টার মালভূমি *ইউরোপের রুগ্ন মানুষ-তুরস্ক।

বিরোধপূর্ণ ভৌগলিক স্থান: *কাশ্মির ও LOC ভারত-পাকিস্তান *লাদাখ নিয়ে ভারত-চীন *চিকেননেক নিয়ে ভারত-চীন *পোরেজিল বা লাইলা নিয়ে স্পেন ও মরোক্কোর *আবু মুসা নিয়ে আরব আমিরাত ও ইরান *কুরিল ও শাখালিন নিয়ে রাশিয়া ও জাপান *সেনকাকু নিয়ে চীন-জাপান *সাত ইল আরব নিয়ে ইরাক-ইরান *ফকল্যান্ড নিয়ে ইংল্যান্ড আর্জেন্টিনা *ক্রিমিয়া-সেবাস্তিয়ানোপো- নিয়ে ইউক্রেন-রাশিয়া *তালপট্টি নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত *নার্গাখো কারবাখ নিয়ে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান *স্পার্টলি নিয়ে চীন এবং তাইওয়ানের মধ্যে উত্তেজনা চলছে।

৩৪তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশন: মহানুব ইসলাম স্যার : ভূগোল বাংলাদেশ-আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠা-১

পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান: *পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর *পৃথিবীর মোট আয়তন ৫১ ,০০,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার *৭টি মহাদেশ এবং ৫টি মহাসাগর নিয়ে এই পৃথিবী *মোট আয়তনের প্রায় ২৯ ভাগ স্থল ভাগ এবং প্রায় ৭১ ভাগ জলভাগ *বিশ্বের মোট পানির ৯৭ ভাগই লবণাক্ত মাত্র ৩ ভাগ পানের উপযোগী *পৃথিবীর পরিধি ৪০,০৬৬ কিলোমিটার ও পৃথিবীর ব্যাস ১২৭৫৩ কিলোমিটার প্রায় *প্রতি সেকেন্ডে ২৯ কি.মি. বেগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে পৃথিবী একবার সুর্যকে প্রদিক্ষণ করে *এই সময়কে ১ সৌর বছর বলা হয় *পৃথিবীর নিজ অক্ষে একবার আর্বতন করতে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৫ সেকেন্ড এই সময়কে সৌর দিন বলা হয় *বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ এবং শীতলতম স্থান যথাক্রমে লিবিয়ার আজিজিয়া এবং রাশিয়ার ভার্খয়নস্ক *পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের নগরী নরওয়ের হ্যামারফেস্ট এবং দক্ষিণে চিলির পুর্য়োরিতো উইলিয়াম *পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজান, যৌথ ভাবে দৈর্ঘ্যে মিসিসিপি-মিসৌরি ও একক ভাবে নীল নদী এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নদী রো *বিশ্বের সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র চিলি; এটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় একটি সরু রাষ্ট *সর্বাধিক দ্বীপপুঞ্জের দেশ ইন্দোনেশিয়া ।

পৃথিবীর রাজনৈতিক: *পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া *আয়তন ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কি. মি. এবং ক্ষুদ্রতম ভ্যাটিকান .৪৪ বর্গ কি.মি. *জনসংখ্যাতে সবচেয়ে বড় গণচীন জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি প্রায় *বিশ্বের সর্বোচ্চ ১৪টিদেশের সাথে সীমান্ত আছে রাশিয়া ও চীনের *বিশ্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৪টি এর মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশ ১২২টি *বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় মরক্কোর কারুইন *বিশ্বের উচ্চতম রাজধানী বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ *বিশ্বের সবচেয়ে বড় কিনে নেওয়া অঞ্চল আলাস্কা এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট থেকে কিনে নেয় *বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভিবাসীর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী বাস করে *ফিজি এমন একটি দেশ যেখানে মূল জনগোষ্ঠি বা যে কোন গোষ্ঠির থেকে বেশি ভারতের লোক বাস করে *বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জাতি ও ভাষার লোক বসবাস করে ভারতে *বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাত নায়াগ্রা ফলস্ *প্রাকৃতিক কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থী নায়াগ্রা ফলস্ দেখতে যায় *বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকান সিটি *বিশ্বেও সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ মোনাকো এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ মঙ্গোলিয়া ও নামিবিয়া।

ভৌগলিক জলভাগ: *পৃথিবীর বৃহত্তম-দীর্ঘতম সাগর প্রশান্ত মহাসাগর যা আয়তনে ৭টি মহাদেশের থেকেও বড় *পৃথিবীর গভীরতম স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ বা খাত যার গভীরতা ১১০৩৩ মিটার * বৃহত্তম সাগর দক্ষিণ চীন সাগর ২৯৭৪৬০০ বর্গ কি.মি. *বৃহত্তম উপসাগর বঙ্গোপসাগর ২২,০০০০ বর্গ কি.মি * বৃহত্তম গালফ মেক্সিকান গালফ ১৮,০৮,০০০ বর্গ কি.মি (প্রায়) *বিশ্বের গভীরতম সাগর ক্যারিবিয়ান সি ৬৯৪৬ মি. গভীর (প্রায়) এবং *অগভীর সাগর বাল্টিক সর্বোচ্চ ১২০০ মিটার হলেও গড় ৬৭ মিটার *বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড যার আয়তন প্রায় ২১,৭৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (ডেনমার্ক) *তবে বৃহত্তম হ্রদ দ্বীপ ম্যানাটুলিন *উচ্চতম দ্বীপ নিউগিনি ৫০৩০ মিটার *বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান ৩,৭১০০ বর্গ কি.মি. *গভীরতম-প্রাচীনতম হ্রদ বৈকাল ১৬২০ মিটার *বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সুপিরিয়া ৮২০০০ বর্গ কি. মিটার *উচ্চতম-নাব্যতম টিটিকাকা (বলিভিয়া) *আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ভিক্টোরিয়া *উচ্চতম জলপ্রপাত ভেনেজুয়েলার এঞ্জেল ফলস ৯৯৭.৮০ বা প্রায় ১০০০ মিটার *বৃহত্তম জলপ্রপাত-আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মাঝে অবস্থিত গুয়ারিয়র *বিশ্বের দীর্ঘতম নদী ১১টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নীল যার দৈর্ঘ্য ৬৮২৫ (৬৬৬৯) *বৃহত্তম-গভীরতম-প্রশস্ততম-সবচেয়ে উপনদী আছে এমন নদী আমাজন ৬৪৩৭ কি.মি. *বিশ্বের উচ্চতম দ্বীপ নিউগিনি *বিশ্বের বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ সুমাত্রা ৪,৪৩,০৬৬ (ইন্দোনেশিয়া) *আন্তর্জাতিক নদী বলা হয় ইউরোপের ১০টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দানিয়ুবকে *বিশ্বের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম খাল ১৮৬৯ সালে ফার্ডিনান্ড দি লেসেপস এর খনন করা ১৯০ কি.মি দীর্ঘ সুয়েজ এবং *গভীরতম প্রশান্ত-আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্তকারী ১৯১৪ সালে খনন করা ৮০ কি.মি দীর্ঘ ও ১৪ মি. গভীর পানামা খাল *বিশ্বের দীর্ঘতম নৌ-খাল প্রায় ১৭৭০ কি.মি. দীর্ঘ চীনের গ্রান্ড খাল *বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ *বিশ্বের বৃহত্তম প্রণালি তাতার প্রণালী *জিব্রাল্টার ভুমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে (ইউরোপ-আফ্রিকা) *দার্দেনেলিস মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগরকে (তুরস্কের ইস্তাম্বুল) *বসফরাস মর্মর-এজিয়ান সাগরকে (তুরস্ক-বুলগেরিয়া) *বাবেল মান্দের ভুমধ্যসাগর-লোহিত সাগরকে (এশিয়া-আফ্রিকা), *পক বঙ্গোপ-মান্নার/আরব সাগরকে (ভারত-শ্রীলংকা), *ডোভার উত্তর সাগর-আটলান্টিককে (বৃটেন-ফ্রান্স), *বেরিং প্রণালি বেরিং-চুকচি-ওখটস্ক সাগরকে (এশিয়া-আমেরিকা), *তাতার প্রণালি ওখটস্ক-জাপান সাগরকে যুক্ত করেছে (জাপান-রাশিয়া)

বি:দ্র: ব্রাকেটের মধ্যে দেশগুলোকে বিভক্ত করেছে।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান; মো. মহানুর ইসলাম; বৈশ্বিক ইতিহাস,পৃষ্ঠা:১

*১৬৪৮ সালে প্রথম ওয়েস্ট পলিস চুক্তির মাধ্যমে আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্ম্পকের সৃষ্টি হয় *Cold War শব্দটির প্রর্বতন করেন বার্নাড স্টেটম্যান ব্রুশ * Geo-polictics বা ভূ-রাজনীতি শব্দটির প্রর্বতক রুডলফ কেজেলিন * New World Order শুরু হয় ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ভেঙ্গে ১৫ রাষ্ট্র হবার পর ১৯৯২ সাল থেকে *আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মনরো ডকট্রিন প্রদান করেন ১৮২৩ সালে এবং ১৯৪৭ সালে ১২ই মার্চ ট্রু-ম্যান ডকট্রিন প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট টু-ম্যান * New world order বা নব্য বিশ্বব্যবস্থা সর্ম্পকে ৬ টি মডেল প্রদান করেন মার্টন কাপলান *ক্ল্যাশ অব দ্য সিভিলাইজেশন সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রদান করেন স্যামুয়েল পি হান্টিংটন এবং ডায়ালগ এ্যামং দ্য সিভিলাইজেশন তত্ত্বটি প্রদান করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ খাতামি *বার্লিন প্রাচীর দেওয়া হয় ১৯৬১ সালে এবং ভাঙ্গা হয় ১৯৮৯ সালে আর দুই জার্মানি এক হয় ১৯৯১ সালে * জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম আবেদনে ভেটো দেয় চীন *বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে অর্ন্তভুক্তির সময় ১২৬টি দেশ সর্মথন দিয়েছিল *বাংলাদেশের সাথে গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ একই সাথে সদস্যপদ লাভ করে *বিখাত গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৭ সালে *প্রতিদিন বাতাসে ১০০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড মিশে *সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে যুক্তরাষ্ট্রে *ডটার অব পাকিস্তান উপাধীতে ভুষিত মালালা ইউসুফ জাঈ।

যে আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলো বিভিন্ন দেশকে বিভক্ত করেছে:

Blue Line-লেবানন ও ইসরাইল, Curzon Line-পোল্যান্ড ও রাশিয়া, Foch Line-পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া, Line of Demarcation-পর্তুগাল - স্পেন, McMahon Line-ভারত ও চীন, Military Demarc Line-উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া, Northern (North) Line-উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া, Green Line-ইসরাইল ও এর প্রতিবেশি দেশ, Purple Line-ইসরাইল ও সিরিয়া, Line of Actual Control-চীন ও ভারত, Line of Control-ভারত ও পাকিস্তান, Hindenburg Line-জার্মানি ও পোল্যান্ড, Durand Line-ভারত ও আফগানিস্তান, Oder Neisse Line-জার্মানি ও পোল্যান্ড, Radcliffe Line -ভারত-বাংলাদেশ মিয়ানমার, Siegfried Line-জার্মান - ফ্রান্স, Alpine Line-ইতালি ও ফ্রান্স, Maginot Line-জার্মান - ফ্রান্স, Mannerheim Line-ফিনল্যান্ড - রাশিয়া, McNamara Line-উত্তর ও দক্ষিন ভিয়েতনাম, Sonora Line-মেক্সিকো - যুক্তরাষ্ট্র, Mongdu-মিয়ানমার-বাংলাদেশ,

Dokkalam -ভুটান-চীন,

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান: মো. মহানুর ইসলাম; বৈশ্বিক ইতিহাস,পৃষ্ঠা:২ *১৯৬১ সালে বার্লিনে বিখ্যাত বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, ১৯৮৯ সালে এই বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ১৯৯০ সালে দুই জার্মানি একত্রিত হয়। *১৯১৭ সালে বিখ্যাত ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার বেলফো ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ঐতিহাসিক বেলফো ঘোষণা প্রদান করেন । *১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৪ সালে ইয়াসির আরাফাত পিএলও প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮৮ সালে স্বাধীন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। *১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি অনুসারে ইসরাইল ফিলিস্তিন পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদানের পর ১৯৯৪ সালে ফিলিস্তিনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ইয়াসির আরাফাত। *১১ই নভেম্বর ২০০৪ নোবেল শান্তিপুরস্কার বিজয়ী ফিলিস্তিনের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত মারা যান। *২০০৮ সালে নেপালের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র। *২ই মে ২০১১ মার্কিন নেভি সিলের অপারেশন জেরোনিমো নামক অপারেশনে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে নিহত হন বিখ্যাত আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা নেতা উসামা বিন লাদেন। *২০ এ অক্টোবর ২০১১ নিজ জন্মভূমি লিবিয়ার সির্ত শহরে বিপ্লবিদের হাতে নিহত হন ৪২ বছর ধরে লিবিয়া শাসন করা মুয়াম্মাম গাদ্দাফী। *৫ই ডিসেম্বর ২০১৩ মাদিবা নামে খ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত বর্ণবাদ বিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা মৃত্যবরণ করেন; তিনি বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। *১৯৫৫ সালে চৌ এন লাই ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে বিশ্বশান্তির জন্য পঞ্চশীল নীতি প্রণয়ণ করেন; এর ৫টি নীতি হচ্ছে ক.সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি সম্মান খ.অনাক্রমণ গ.আঞ্চলিক সহঅবস্থান ঘ.অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ঙ.পরস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা *২১শে মে ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক নদী ধারা সনদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৭ই আগস্ট ২০১৪ *১৪ই মার্চ ২০১২ ইটলসের মাধ্যমে মিয়ানমার এবং ৭ই জুলাই ২০১৪ পিসিএ বা আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুমুদ্রসীমা বিরোধের রায়ে বিজয় অর্জন করে; এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা হয় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি *১লা জুলাই ১৯৯৭ হংকং কে ইংল্যান্ড এবং ১৯৯৯ সালে ম্যাকাওকে পর্তুগাল চীনে হাতে ছেড়ে দেই *২০৪৭ সাল মেয়াদে হংকং এবং ২০৪৯ সাল মেয়াদে ম্যাকাওতে পুঁজিবাদ থাকবে এবং সমগ্র চীনে থাকবে সমাজতন্ত্র; এই কারণে বলা হয় একদেশ দুই নীতি *বিশ্বের প্রথম ধূমপান মুক্ত দেশ ভুটান *১৪ই মার্চ ২০১২ কেপভার্দের নাগরিক লুই জোসে জিসাসের নেতৃত্বে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ইটলস এবং পিসিএ বা আর্ন্তজাতিক সালিশি আদালতে ১৩তম অধিবেশনে জার্মানির রুডিজার উলফ্রামের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পক্ষে ঘানার জর্জ থমাস মিনশানার ওকালতিতে ০৭/০৭/১৪ সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত রায় প্রদান করেন *ফলে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি. লাভ করেন *এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা গিয়ে দাঁড়াল ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি *তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে যে নতুন সমুদ্র মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে ১,২১,১১০ বর্গ কি.মি. * নানকিং চুক্তির মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে ১০০ বছরের জন্য হংকং বৃটেনের হাতে চলে যায় এবং ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই চীনের হাতে চলে আসে *হংকং এ ২০৪৭ এবং ম্যাকাওতে ২০৪৯ পর্যন্ত একদেশ দুই নীতি চলবে *দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয় ১৯৭৬ সালে *বিশ্বের প্রথম ধুমপানমুক্ত দেশ ভুটান *আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর *এনরন বিশ্বের বৃহত্তম দেওলিয়াগ্রস্থ কোম্পানি *১৮৩৯ সালে রবার্ট কর্নেলিয়াস প্রথম Selfie তোলেন Selfie এর অর্থ আত্মপ্রতিকৃতি *দেশের প্রথম ওয়াইফাই সিটি সিলেট *এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ৬৯টি *সর্ব প্রথম ফিলিস্তিন-ইসরাইলে তবে বর্তমান ১৬টি মিশন কার্যরত আছে। *বাংলাদেশ প্রথম ১৯৮৮ সালে UNIMOG মিশনে অংশগ্রহণ করেন *৩ জন সংখ্যার ও ১টি বাড়ি নিয়ে ঘোষণা দেওয়া সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র সি-ল্যান্ড *একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও হ্যাট্রিক করা প্রথম ও একমাত্র খেলোয়াড় বাংলাদেশের সোহাগ গাজী *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি ধারা আছে *সু-শাসনের জন্য ৮ ধারার শান্তির মডেল পেশ করেন শেখ হাসিনা

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান; মো. মহানুর ইসলাম; বৈশ্বিক ইতিহাস,পৃষ্ঠা:১

*বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং সুমেরীয় সভ্যতা। *বিশ্বের প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন মিশরীয়রা; তাই বিশ্বের প্রথম সম্রাট মিশরীয় সম্রাট মেনেস। *মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও তক্ষশীলা নামক তিনটি নগরী নিয়ে সপ্তসিন্ধুর তীরে বিখ্যাত মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। *তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকা মেসোপটেমিয়া নামে খ্যাত; এখানে সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরিও ও ক্যালডিয় নামে চারটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। *মিশরীয়দের প্রধান দুটি দেবতা কৃষি ও নীলনদের দেবতা ওসিরিস এবং সৌর দেবতা আমন রে। *মিশরীয়রা যে পদ্ধতিতে মৃত্যদেহকে সংরক্ষণ করে রাখত তার নাম মমি এবং এই মমিকে যে ত্রিকোনাকৃতির প্রকান্ড পাথরের মন্দিরে রাখা হতো তার নাম মমি।*প্রাচীন গ্রিসের সাংস্কৃতিকে বলা হয় হেলেনিক কালচার এবং আলেকজান্ডার দি গ্রেটের মাধ্যমে যে গ্রিক সাংস্কৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায় তার নাম হেলেনিক কালচার। *৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করেছিলেন এই হিজরত থেকেই হিজরি বা আরবী সাল গননা করা হয়। *৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী সা. রাষ্ট্র পরিচালনার যে সনদ স্বাক্ষর করেছিলেন সেটি ৪৭ ধারার মদীনা সনদ। *১২১৫ তে ইংল্যান্ডের রাজা জন স্বাক্ষর করেন বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল নামে খ্যাত ম্যাগনাকার্টা।*চর্তুদশ শতাব্দীতে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে মেডিচ্চি রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোশকতায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণজাগরণ ঘটে তাকে বলা হয় রেনেসাঁ।*১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌবরময় বিপ্লব হয় ইংল্যান্ডে এবং ঠিক এক বছর পরে ১৬৮৯ সালে বিশ্বের প্রথম নাগরিক অধিকার সনদ বিল অব রাইট স্বাক্ষর হয় ইংল্যান্ডে। *বিখ্যাত শিল্প বিপ্লব ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ১৪৮০ খিস্টাব্দে জার্মানিতে।*বিখ্যাত আবিষ্কারক খ্রিস্টফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে *বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দ্য-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন ১৪৯৮ সালে। *অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও আমেরিকা মহাদেশ থেকে এশিয়াতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ম্যাজিলান। *উত্তর মেরু আবিষ্কার করেছিলেন এমুন্ড রাসমুসেন এবং দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন ক্যাপ্টেন স্কট। *১৭৭৬ সালের ৪ই জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। *আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয় ১৭৮১ সালে কিন্তু ১৭৮২ থেকে ১৭৮৩'র মধ্যে ১ম ভার্সাই চুক্তি নামে খ্যাত ৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়। *১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই সাম্য-ভাতৃত্ব-স্বাধীনতার শ্লোগান নিয়ে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তিল দূর্গ থেকে উচ্ছেদ করা হয় লুই -১৬কে। *১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির এলিচ উলিয়ানভ (লেনিন) এর নেতৃত্বে রাশিয়াতে সংঘটিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব/রুশ বিপ্লব/বলশেভিক বিপ্লব/কম্যুনিস্ট বিপ্লব/মার্কসবাদী বিপ্লব এবং এর মাধ্যমে রাশিয়া বিশ্বের ১ম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। *১৯১১ সালে ড. সান ইয়াৎ সেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে চীনের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেন এবং ১৯৪৯ সালে মাও সে তুং প্রায় সাড়ে সাত হাজার মাইল লং মার্চ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে চীনকে সমাজতন্ত্রে পরিণত করে। *১৯৫৯-৬০ ফিদেল ক্যাস্ট্রো গেরিলা বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবার স্বৈরশাসক জেনারেল বাতিস্তাকে উচ্ছেদ করে কিউবাকে আমেরিকার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। *১৯৬৬ সালে চীনে বিখ্যাত সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লব, ১৮৮৭ সালে ফিলিস্তিনে ইন্তিফাদা, ১৯৮৯ সালে চেকোস্লাভিয়াতে ভেলভেট বিপ্লব, ২০০৩ এ জর্জিয়াতে রোজ বিপ্লব, ২০০৫ এ কিরগিজস্তানে টিউলিপ বিপ্লব, ২০০৫ সালে ইউক্রেনে অরেঞ্জ বিপ্লব, ২০১১ সালে তিউনিসিয়াতে জেসমিন বিপ্লব/আরব বসন্ত, ২০১১ তে মিশরে নীল বিপ্লব এবং ২০১৪তে হংকং এ ছাতা বিপ্লব হয়।

*৫৪টি সদস্য নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আছে *এর ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে এসকাপ- ব্যাংকক (এশিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরীয়) ইকা-আদ্দিস আবাবা (আফ্রিকা) ইসি-জেনেভা (ইউরোপ) ইকলার্ক-সান্টিয়াগো (আমেরিকা) ইসও-বৈরুত (পশ্চিম এশিয়া)
*১৯৯৪ সাল থেকে অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত এবং এটি দেখে নিরাপত্তা পরিষদ *আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি ১৫ জন মেয়াদ ৯ বছর *সভাপতি স্লোভাকিয়ার প্রিটার ট্রমকা *১ জন সেক্রেটারি, ১২ জন আন্ডার সেক্রেটারি, ১২ এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি = ২৫ জন নিয়ে জাতিসংঘ সচিবালয় *আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকের সংখ্যা ১৮ জন (৭ জন নারী ১১জন পুরুষ।
*জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা, ১৯৭৯ সালে সিডও, ১৯৮৯ সালে শিশু সনদ, ১৯৭৩ বর্ণবাদ বিরোধী কনভেনশন, ১৯৮২ আদিবাসী রক্ষা কনভেনশন, ১৯৮২তে সমুদ্র আইন ও ১৯৯২ ধরিত্রী সম্মেলন শুরু করে *এছাড়া ২০০০ সালে ঘোষিত ২০১৫ পর্যন্ত ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে Millinium Development Goal (MDG) বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৬'র ১লা জানুয়ারি থেকে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সুচক ও ১৭০টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রকাশ করে *জাতিসংঘ মোট ৬৯টি আর্ন্তজাতিক শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করেছে *বর্তমানে ১৭টি মিশনে ১২২টি দেশের ১,১৭,৯৬৭ জন শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্মরত আছেন *বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৫টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৩টি মিশনে ৬৯২৭ জন সৈন্য অংশ নিয়েছে *১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধ UNIMOG মিশনের মাধ্যমে বাংলাদের ১৫ জন সদস্য অংশ নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ কার্যক্রম শুরু করে *সর্বশেষ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে পরিচালিত মিশন MISCA.

*১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় *৮ই আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশ আবেদন করলে চীনের ভেটোর কারণে বাদ যায় *বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য *বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০, ২০০০-০১ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য এবং ১৯৯৭৬-৭৮, ৮১-৮৩, ৮৫-৮৭, ৯২-৯৪, ৯৬-৯৮ মেয়াদে মোট পাঁচবার ইকোসসের সদস্য পদ লাভ করে *১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের ইউনেস্কোর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন *১৮১-৯১ বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া এসকাপের নির্বাহী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন *মিসেস সালমা খান সিডো কার্যকরী পরিষদের চেয়াপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন *২৪ এপ্রিল আমিরাহ হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন *জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থার মধ্যে আইএলও সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেন *বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৫টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করেন *বাংলাদেশের সদস্য অন্তভূক্তির সময় মহাসচিব ছিলেন কুর্ট ওয়াইল্ড হেইম *স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মহাসচিব ছিলেন মিয়ানমারের বান কি মুন।
*৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে কুট ওয়াল্ডহেইম, ৩-৬ মার্চ ১৯৮৯ পেরেজ দ্য কুয়েলার, ১৩-১৫ মার্চ ২০০১ কফি আনান, ১-২ নভেম্বর ২০০৮ ও ১৩-১৫ নভেম্বর ২০১১ দ. কোরিয়ার বান কি মুন বাংলাদেশ সফর করেন *তবে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০০ সালে বাংলাদেশ সফর করেন বিল ক্লিনটন *জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য না হলেও ইউনেস্কের স্থায়ী সদস্য হয় ইউনেস্কো।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান: মো. মহানুর ইসলাম: আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু ও কূটনীতি: পৃষ্ঠা-১

*পানি দূষণকে সর্বপ্রথম সকল রোগের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন বিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী হিপোক্রিটাস *ইকোলজি শব্দটির প্রবর্তক আর্নেস্ট হেইকেল এবং গ্লোবাল ওর্য়ামিং শব্দটির প্রবর্তক হোয়েল ব্রেকার *১৮৯৬ সালে গ্রিন হাউস কথাটি ব্যাখ্যা করেন সুইডিস বিজ্ঞানী সোভনর্দে আরহেনিয়াস; উল্লেখ্য গ্রিন হাউস গ্যাস প্রধানত ৬টি *পরিবেশ আন্দোলনের জনক ডেভিড থ্যারো এবং সবুজ বিপ্লবের জনক বিজ্ঞানী নরম্যান বেলেরগ *শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গাস কুরিন এবং বিখ্যাত গ্রিনবেল্ট মুভমেন্টের জনক কেনিয়ার বিখ্যাত পরিবেশমন্ত্রী ওয়াঙ্গেরি মাথেই *বার্ডম্যান অব ইন্ডিয়া বলা হয় সলিম আলিকে এবং শ্রেণীকরণের জনক বলা হয় ক্যারোলাস লিনিয়াসকে *বিবর্তনবাদের পথিকৃৎ চার্লস ডারউইন এবং বিখ্যাত ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটার বর্ণবাদ বিরুদ্ধ একটি এনজিও *পৃথিবীর শতকরা ৯৯.৯৭% তাপ ও আলোর উৎস্য সৌর; এখান থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ-আলো এসে আবার বিকিরণ পদ্ধতি মহাশূণ্যে ফিরে যায়। *সৌরতাপ বিকিরণ করে ফিরে যাবার সময়ে ৬টি গ্রিনহাউস গ্যাসের বাধায় কিছুটা তাপমাত্রা আটকে পড়াকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট; উল্লেখ্য গ্রিণ হাউস হচ্ছে শীতল ইউরোপের চারা গজানোর কাঁচের ঘর *গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বলা হয় গ্লোবাল ওর্য়ামিং বা বৈশ্বিক উষ্ণতা *গ্লোবাল ওর্য়ামিং এর ফলে শীতকালের দৈর্ঘ্য কমে এবং গ্রীষ্মকালের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বব্যাপী যে জলবায়ুর ওপর প্রভাব পড়ছে তাকে বলা হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায় পরিবর্তণ *ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে অতিরিক্ত ২ মাস গ্রীষ্মকাল থাকায় অ্যান্টাকটিকার বরফ গলে সমুদ্রে সঞ্চিত হয়ে স্রোতের ফুলে উঠাকে বলা হয় সি লেভেল রাইজিং বা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি *অক্সিজেনের ৩টি পরমাণু যোগে গঠিত ওজনের একটি অণু দিয়ে গঠিত ওজনস্তর ধ্বংসকে বলা হয় ওজনস্তরের ক্ষয় *ওজনস্তর ধ্বংসের মূল কারণ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি *৩৩ পারমাণবিক সংখ্যার আর্সেনিকের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিকে বলা হয় আর্সেনিক দূষণ *আর্সেনিকের পানিতে সর্বোচ্চ সহনিয় মাত্রা .০১-.০৩ মিলিগ্রাম পার লিটার এবং সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা .০৫ মিলিগ্রাম।*১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার পানিতে ধরা পড়ার পর এ যাবৎ রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি-বান্দারবন জেলা ছাড়া মোট ৬১টি জেলার পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। *আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের আবিষ্কার করেন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী আবুল হুসসাম। *সিএফসির মূল কাজ হচ্ছে ওজন স্তরকে ধ্বংস করা। *সিএফসি আবিষ্কার করেনন টি মিডিলজি * গ্রিন কেমেস্টি এক ধরনণের রাসায়নিক কেমিকেল যেটি ব্যবহার করলে কৃষি ও পরিবেশের কোন ধরণের ক্ষতি হয় না। *বিখ্যাত কেনিয়ার বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ওয়াঙ্গেরি মাথেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া বন ভূমি ফিরিয়ে আনতে যে পরিকলল্পনা গ্রহণ করেন সেটি গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট নামে পরিচিত; এই মুভমেন্টের জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। *ক্লিন এয়ার এন্ড ক্লাইমেট কোয়ালিশন হচ্ছে হিলারি ক্লিনটনের নেতৃত্বে ৬টি দেশ নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান *হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে বাতাসে ভাসমান সালফার ডাই অক্সইডের ঝরে পড়াকে বলা হয় এসিড রেইন *আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বল হয় বায়ো-একটিভা *ই-৮ হচ্ছে শীর্ষ পরিবেশ দূষণকারী ৮টি দেশ *বাতাসে ডিজেল পোড়ালে উৎপন্ন হয় সালফার ডাই অক্সাইড *আর্সেনিক ঘটিত রোগের নাম আর্সেনিকোসিস *বাতাসে ভাসমান অবাঞ্চিত বস্তুকণাকে বলা হয় Suspended Particulated Matters (SPM) *বিশ্বে সর্বোচ্চ কার্বন নিঃস্বরণকারী দেশ চীন এবং ২য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রিনহাউস ইফেক্টে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে নিম্নভূমি নিমজ্জিত হওয়া *সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ২ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় ১৭% এমনকি মালদ্বীপের মত রাষ্ট্রগুলোর পুরাটাই পানিতে তলিয়ে যাবে *বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাতাসে SPM'র সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে ২০০ মিলিগ্রাম পার লিটার।*ডার্টি-১২ বলতে বুঝায় শিল্প-কৃষিতে ব্যবহৃত অলড্রিন, ডাইঅলড্রিন, ক্লোরডেন, অ্যালডিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, মিরেক্স, টক্সাফেন, পিসিবি, হেক্সাক্লোরোবেনজিন, অক্সিন ও ফিউরান নামক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ১২টি পদার্থ।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান; মো. মহানুর ইসলাম; আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও কুটনীতি পৃষ্ঠা-২

*ফেন্ড্রস অব আর্থ পরিবেশ রক্ষাথে নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। *সমুদ্র কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হয় ব্লু ইকোনমি। *দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, মধ্য আফ্রিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্য, ইন্দো-মালয়-পাপুয়া নিউগিনি অঞ্চলের অত্যন্ত ঘন অরণ্যকে বলা হয় রেইন ফরেস্ট। *৪০-৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশ বরাবর বিশ্বের বৃহত্তম অরণ্যকে বলা হয় তৈগা *চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দূর্লভ প্রাণীদের অভয়ারণ্যকে বলা হয় সাফারি পার্ক। আর বিরল প্রজাতীর উদ্ভীদের সংরক্ষিত বনভুমিকে বলা হয় ইকোপার্ক। *দেশের প্রথম ইকোপার্ক সীতাকুন্ড ইকোপার্ক এবং দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কক্সবাজারের ডুলা হাজরা সাফারি পার্ক। *সুউচ্চ পর্বত, পাহাড় ও মালভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গভীর নদী খাত কে বলা হয় ক্যানিয়ন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যানিয়ন গ্রান্ড ক্যানিয়ন *দুই দিকে নদী এবং এক দিকে সমুদ্র দ্বারা ঘেরা ত্রিকোনাকৃতির ভূমিকে বলা হয় ডেল্টা বা ব-দ্বীপ।

আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ: International Union for conservation of nature (IUCN)- 1948; Gland, Switzerland. *International Maritime Organization(IMO)- 1948 London. *World Meteorological Organization (WMO)-1951,Geneva, Switzerland. *World wide fund for nature(WWF)-1961, Gland, Switzerland. *Green peace-1971, Amsterdam; Netherlands. *United Nation Environment Program (UNEP) -Nairobi.

*ওজনস্তর সংরক্ষণে মন্ট্রিল প্রটোকল প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৯ সালে এবং এর মাধ্যমে সমুদ্র দূষণ ও ওজনস্তরের ক্ষয়রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়। *বাতাসে কার্বন দূষণ কমাতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ বিখ্যাত কিয়েটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় এবং এর বর্তমান মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২০ *স্থলভাগের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ২০০০ সালে কার্টাগেনা প্রটোকল স্বাক্ষরিত করা হয়। *১৮৯৬ সালে গ্রিন হাউস শব্দটি ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী সোভনর্দে আরহেনিয়াস এবং ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন আরনেস্ট হেইকেল *বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক পেশা সমুদ্রে মাছ শিকার *সর্বপ্রথম মেরু প্রদেশে ওজনস্তরের ফাটল আবিষ্কার করেন জোনাথন শাকলিন ও সর্বপ্রথম সবুজ বিপ্লব সৃষ্টি নরম্যান বেলেরগ *গ্রিন কেমেস্ট্রি পরিবেশ সহয়ক রাসায়নিক পদার্থ যাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না *গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট হচ্ছে কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াঙ্গেরি মাথেই এর বনায়ন কর্মসূচী *গ্লোবাল জিরো হচ্ছে আগামি ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করা *গ্রিনফান্ড হচ্ছে পরিবেশ দূর্যোগ মোকাবেলাতে গঠিত তহবিল *গ্রিনহাউস গ্যাস হচ্ছে ৪৯% কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন-১৮%, সিএফসি-১৪%, নাইট্রাস অক্সাইড-৬ ও অন্যান্য ১৩% *টু-স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন ৪ স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি বায়ু দূষণ ঘটায় বলে ১লা জানুয়ারি ২০১৩ ঢাকা শহরে ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন নিষিদ্ধ করা হয়। *বাংলাদেশে ৩টি পরিবেশ আদালত আছে ১. ঢাকা ২.চট্টগ্রাম ৩.সিলেট *২০০২ সালে সারা দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ হয় *জাতিসংঘের তথ্যমতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি ৩ ফুট বাড়ে তবে বাংলাদেশের মোট ১৭% ভূমি সমুদ্র গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে *১২ই নভেম্বর ১৯৭০ এবং ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১ প্রলংঙ্করি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী ঘটে *১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সিডর নামক ঘূর্ণিঘড়ে লক্ষাধিক মানুষ হতাহত হয় *সুনামি একটি জাপানি শব্দ। ৭.৫ রিখটার স্কেলে সামুদ্রিক ভূমিকম্পকে বলা হয় সুনামি *২০১১ সালে জাপানের ফুকুসিমাতে সুনামির সাথে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয় *প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্পারসো প্রাকৃতিক দূর্যোগ তথ্য সরবরাহ করে *বাংলাদেশকে ৩টি ভূমিকম্পনীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে; এরমধ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আছে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল *বিভিন্ন দূর্যোগের মধ্যে সিডর অর্থ চোখ, আইলা অর্থ ডলফিন, নার্গিস অর্থ ফুল *রিটা, ক্যাটেরিনা, হ্যারি প্রভৃতি আমেরিকা অঞ্চলের ঝড়

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান; মো. মহানুর ইসলাম; আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও কুটনীতি পৃষ্ঠা-৩

*১৯৯২ সালে প্রথম পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয় *বাংলাদেশে ৩টি পরিবেশ আদালত আছে; ১.সিলেট ২.ঢাকা ৩.চট্টগ্রাম *১৯৭২ সালের ৫-৬ জুন জাতিসংঘের উদ্যোগে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে UN Conference on Human Environment নামক আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় *জাতিসংঘের প্রথম পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা United Nations Environment Program (UNEP) গঠন করা হয় * জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্ত:সরকারি সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য ১৯৮৮ সালে গঠন করা হয় Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC). *৩-১৪ ই জুলাই ১৯৯২ জাতিসংঘের উদ্যোগে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিতে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন বা 1st Earth Summit অনুষ্ঠিত হয় * ১ম ধরিত্রী সম্মেলনে পরিবেশের বাইবেল নামে খ্যাত গৃহীত হয়; এই সম্মেলন পরিবেশের বাইবেল নামে খ্যাত বিখ্যাত Agenda-21 গৃহীত হয় *Earth Summit+5 এর 1997 New York এ The Program for the Further Implementation of Agenda-27 গৃহীত হয় । *আন্তর্জাতিক দিবস: ২১শে মার্চ বন দিবস, ২২ শে মার্চ পানি দিবস, ২৩ শে মার্চ আবহাওয়া দিবস, ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস, ২২ শে মে জীববৈচিত্র দিবস, ৫ই জুন পরিবেশ দিবস, ১৭ ই জুন বিশ্ব মরুকরণ ও খরা রোধ দিবস, ৪ই অক্টোবর প্রাণী দিবস, ১০ ই নভেম্বর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা দিবস

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুর ইসলাম: আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠন-১

সদর দপ্তর	সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	বর্তমান সদস্য	পরিচালক	সর্বশেষ সদস্য
Zeneva					
	WHO	7th Ap 1948	194	তেদ্রোস গেবিয়াসেস	দ. সুদান
	WTO	1st Janu 1995	162	রবার্ট আজেভিদো	ইয়েমেন-আফগানস্তান
	WMO	23rd Mr 1950	189	আলেকজান্ডার বেরিফিক	
	WIPO	1970	187	ফ্রান্সিস গুডি	
	ILO	1919	186	গাই রাইডার	কুক আইল্যান্ডস
	ITU	1947	193	ঘামাদান আহিতসারি	দ. সুদান
	ITC				
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	সাইপ্রাস ১৮৬তম
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	
	UPU	1948	192	রহমান হোসেন	
	UNHRC	1950	120	এন্থনি গুন্টার্স	
	UNCTAD	1964	194	মুখহিসা কিটুই	দ. সুদান
	UNIRD				
	Boy's Scoute	1907		ব্যাডন পাওয়েল	
Newyork	UNO	24th Oc 1945	193	বান কি মুন	দক্ষিণ সুদান (২০১১)
	UNICEF	1972	194	এন্থনি রেক	
	UNDP	1965	177	হেরেল ক্লার্ক	
	UNIFEM			আল বারাদী	
	UNFPA	1969	155	বাবাতুন্দে আসিত মোহিন	
	Orobis	1982	127	ক্যাথি স্প্যান	

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুব ইসলাম, আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠন-২

সদর দপ্তর	সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	বর্তমান সদস্য	পরিচালক	সর্বশেষ সদস্য
London	Com. Wealth	1949	53	প্যাট্রিসিয়া জ্যানেট	রুয়ান্ডা:২০০৯
	Oxfarm	1942	100+		
	IMO	1948	170	কেজি সিকিমুজি	
	GMT				
	Amnest Int.	1961	150	পিটার বেনেনসন	
Hague Court	ICC		188	সলিল শেঠি	
	ICJ				
	ICA				
Washington	IMF	22th Jul 1944	189	জিম ইয়ং কিম	
	WB	27th Dec1944	189	জিম ইয়ং কিম	
	IFC	20th Jul1956	184	জিম ইয়ং কিম	
	IDA	24th Sep1960	173	জিম ইয়ং কিম	
	IBRD	27th Des1945	189	জিম ইয়ং কিম	
	MIGA	12th Ap1988	181	জিম ইয়ং কিম	
	ICSFID	14th Occ1966	150	জিম ইয়ং কিম	
Brussels All Europe	EU	1993	27	জোসে ম্যানুয়েল বারোস	ক্রোয়েশিয়া
	NATO	1949	28	জন স্টলেনবার্গ	
	BENELUX	1958	3		
Rome Food	FAO	1945	197	জোসে গ্রজিয়ানো সিলভা	সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, দ.সদান
	IFAD	168		এন ওয়ানিজি	
	WFP		168		

৩৮তম ফাইনাল সাজেশান, মহানুব ইসলাম-আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠন: ৩

সদর দপ্তর	সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	বর্তমান সদস্য	পরিচালক	সর্বশেষ সদস্য
সদর দপ্তর নাই	NAM	1961	120	হাসান রুহানি	আজারবাইজান-ফিজি: ০৯
	G-8	1975	8	সিনজো অ্যাবে	
	G-7		7	সিনজো অ্যাবে	
	G-20				
	G-77	1964	132		
Veana	IAEA	1957	159	দিমিত্রি পিরিকভ	
Energy	OPEC	1960	12	মাসুদ মীর কাজেমি	ইন্দোনেশিয়া ১৩তম
	CTBTO	1996			
	UNIDO	1966	174		
Dhaka	SAIC		8		
	IJSG	1984	30		
	SMIC		8		
	CIRDAP	1979	15		ফিজি
	IMLRI	2001			
	ICDDRB				
	BIMSTEC	1997	7		
Theran	ACU	Decmber 1974	9		
	ECO	1985	10	কামিল এরেসকেরভ	
Zedda	OIC	1969	57	আইয়াদ আল আমিন	৫৭তম আইভরিকোস্ট
	IDB	1976	54		
Manila	IRRI	160		রবার্ট জিগলার	
	ADB	1966	67		জর্জিয়া
Cairro	AL	1945	22	নাবিল আল আরাবী	

নাম	তারিখ	পক্ষ	উদ্দেশ্য
১ম ভার্সাই	সেপ্টেম্বর ১৭৮২	ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র	ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ সমাপ্তি
২য় ভার্সাই	২৮শে জুন, ১৯১৯	১ম বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি ও মিত্র শক্তি	অক্ষ শক্তিকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য
প্যারিস শান্তি চুক্তি	৩ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৩	ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র	৫টি চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা
তাসখন্দ চুক্তি	১০ই জানু: ১৯৬৬	ভারত-পাকিস্তান/আইয়ুব-শাস্ত্রী	কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ অবসান
ক্যাম্পডেভিড	১৭ই নভেম্বর,১৯৭৮	মিশর-ইসরাইল/সাদাত-বেগিন	মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সিনাই ফেরত পান
সিমলা চুক্তি	৩ই জুলাই ১৯৭২	সিমলাতে ইন্দিরা-ভুট্টো	আঞ্চলিক শান্তি বজায়
স্বায়ত্বশাসন চুক্তি	১৩ই সে:১৯৯৩	ফিলিস্তিনের আরাফাত-ইসরাইলের আইজাক রবিন	৬টি জেলা নিয়ে ফিলিস্তিনের স্বায়ত্ব শাসন লাভ
প্যারিস শান্তি চুক্তি	২৭ আ: ১৯৭৩	প্যারিসে ভিয়েতনাম-ফ্রান্স-যুক্তরাষ্ট্র	ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান
গুড ফ্রাইডে চুক্তি	১০ই এপ্রিল ১৯৯৮	বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের ৭টি গেরিলা দল	আইরিস সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান
ওয়াই রিভার চুক্তি	২৩ অক্টো: ১৯৯৮	ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি নিরসন	১২% ভূমির বিনিময়ে শান্তি
বাংলা-ভারত-পাকিস্তান চুক্তি	১৯ মার্চ ১৯৯৭২	ইন্দিরা-মুজিব/ভারত-বাংলাদেশ	২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি
রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি	১৩ জানু ১৯৯৩	১৮৬ টি দেশ	রাসায়নিক অস্ত্র বিস্তার রোধ
NPT	১লা জুলাই ১৯৬৮	জাতিসংঘ	পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ
CTBT	১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	৪৪টি দেশ	পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ
জেনেভা কনভেনশন	১২ই আগস্ট ১৯৪৯	ইউরোপীয় শক্তিবর্গ	৪টি রেডক্রস কনভেনশন
ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি	১১ ডি: ১৯৯২	ইউরোপের ১২টি দেশ	ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা
ট্রিপস চুক্তি	১৫ই এপ্রিল ১৯৯৪	মার্কিন নেতৃত্বে অন্যান্য দেশ	প্রধানত মেধাস্বত্ব সংরক্ষন
ব্রিটেন উডস চুক্তি	জুলাই ১৯৪৪	জাতিসংঘের নেতৃত্ব ৮৮টি দেশ	IMF-WB প্রতিষ্ঠা

নাম	তারিখ	পক্ষ	উদ্দেশ্য
আটলান্টিক সনদ	১৪ই আগস্ট ১৯৪৯	মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল	জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা
মানবাধিকার চুক্তি	১০ইডি: ১৯৪৮	জাতিসংঘ	সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা
গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি	১২ই ডি: ১৯৯৬	দেবগৌড় ও শেখ হাসিনা	৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন
টিকফা চুক্তি	১৭ই জুন ১৯৯৩	যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ	বাণিজ্য সহযোগিতা
শেনজেন চুক্তি	১৪ই জুলাই ১৯৮৫	ইউরোপের ২৮টি দেশ	ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা
সিডও সনদ	১৯৭৯	জাতিসংঘ কর্তৃক ৩০টি ধারা	নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধ
মন্ট্রিল প্রটোকল	১৮৮৯	জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত গোষ্ঠি	সমুদ্র দূষণ রোধ
কিয়োটো প্রটোকল	১৯৯৭	আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্প্রদায়	অতিরিক্ত কার্বন নি:স্বরণ রোধ
ম্যাগনাকার্টা	১২১৫	রাজা জন ও লর্ডেরা	আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা
মদীনা সনদ	৬২২	মহানবী সা. ও মদীর ইহুদি-খ্রিস্টানরা	রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা
জীব বৈচিত্র কনভেনশন	১৪ জুন ১৯৯২	আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্প্রদায়	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ
SALT-1	২৬ মে ১৯৭২	সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্র হ্রাস
SALT-2	১৮ই জুন ১৯৭৯	সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	নবায়ন
START-1	৩১ শে জুলাই ১৯৯১	সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কৌশলগত অস্ত্র ৩০% হ্রাস
START-2	৩ই জানুয়ারি ১৯৯৩	রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	কৌশলগত অস্ত্র ৬৭% হ্রাস
স্টার্ট নবায়ন	২০১০	রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	নবায়ন
প্যারিস প্যাক্ট	৩ই নভেম্বর ১৯২৮	আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ
ডেটন চুক্তি	১৫	বসনিয়া-সার্বিয়া	বসনিয়ার স্বাধীনতা
প্যারিস জলবায়ু চুক্তি	২২ এপ্রিল ২০১৬	আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন রোধের ব্যবস্থা

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান; মো. মহানুর ইসলাম; আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি পৃষ্ঠা:১

আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি: * ইন্টারনেট হচ্ছে কমপিউটার টু কমপিউটার ডাটা পরিবহন পদ্ধতি। *যুক্তরাষ্ট্রে আরপানেটের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়ে বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে অফ লাইন ও ১৯৯৬ সালে অনলাইন ইন্টারনেট চালু হয়। ইন্টারনেটে প্রবেশ করাকে ওয়েব ব্রাউজিং এবং ব্রাউজিং সফটওয়ারকে **Web-Browser** ওয়েব-ব্রাউজার বলে। বর্তমান ইন্টানেট ব্যবহার শীর্ষ দেশ চীন। *ইন্টারনেটের সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রটোকল *TCP*/IP ইন্টারনেটে মডুলেটর ও ডিমডুলেটর হিসেবে মডেম টেলিফোনের এনালগ সিগনালকে কমপিউটারের ডিজিটাল সিগনালে রুপান্তরের মাধ্যমে কমিউনিকেশন পোর্ট হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেটে সাধারনত *WWW* ও ই-মেইলে @ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। ই-মেইল করার সময় প্রাপকের সাথে যদি আরেকজন অতিরিক্ত প্রাপককে পাঠাতে চান তবে *CC* - Carbon Copy এবং তৃতীয় প্রাপককে পাঠাতে ব্যবহৃত হয় *BCC*- Blind Carbon Copy. আর ই-মেইলের জন্য যে নিয়ম বা প্রটোকল মেনে চলতে হয় তাকে POP – (Post office protocol) বলে। **HTML** (Hyper text Markup Language)এমন একটি উপস্থাপন পদ্ধতি যা অন্য ডকুমেন্টের সাথে **Link up** করতে পারে। তবে এক লিংক থেকে আরেক লিংক এ গমনকে বলা হয় **Navigation** নেভিগেশন। আর এই এর জন্য যে প্রটোকল মেনে চলা হয় তাকে বলা হয় **http.** (hyper text fransfer protocol) *১৮৩৯ সালে রবার্ট কর্নেলিয়াস প্রথম **Selfie** তোলেন Selfie এর অর্থ আত্মপ্রতিকৃতি *দেশের প্রথম ওয়াইফাই সিটি সিলেট* ***Hot-Spot*** হট স্পট এক ধরণের ওয়ারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওর্য়াক যা ল্যাপটপ-স্মার্টফোন থেকে শুরু করে সকল স্মার্ট ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহকারী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এটি তিন প্রকার WiMAX, Wi-Fi (Wireless Fidelity), Bluetooth. তার বিহীন দ্রুত প্রযুক্তির ইন্টারনেটকে **WiMAX ওয়াইম্যাক্স** বলে এটি ২-জি, ৩-জি, ৪-জি এবং জাপান-দক্ষিন কোরিয়াতে ৫-জি পর্যন্ত পৌছে গেছে। তবে বাংলাদেশ ৩.৫-জি পর্যন্ত এসেছে। ***Wi-Fi*** (Wireless Fidelity)রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে ইন্টারনের কানেকশান প্রদান করে। আর **Bluetooth** পার্সোনাল এরিয়া নেটওর্য়াকের মাধ্যমে ১০০ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ মিটার রেতার তরঙ্গের মাধ্যমে ডাটা পরিবহণ করে। *ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক কে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। LAN MAN WAN ১০০ কি.মি'র অধিক দূরত্বের যে কোন নেটওর্য়াক WAN এর উধাহরণ। *বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট পত্রিকা বিডি-নিউজ ডট কম। *আমরা যখন ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করি তখন তখন পিসি'তে কিছু ক্ষুদ্র ছবি, সিম্বল ও টেক্সট জমা হয় একে বলে ***Cookie*** । *ভূয়া ও অপ্রয়োজনী মেইলকে স্পার্ম বলে। *মেইলের সাথে যখন কোন অতিরিক্ত ফাইল সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে অ্যাটাচমেন্ট বলে। *অপারেটিং সিস্টেম ও কমপিউটিং প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত মোবাইল ফোনকে স্মার্টফোন বলে। যেমন অ্যাপলের আই ও এস (স্টিভ জবস ২০০৭), গুগলের অ্যান্ডরয়েড, মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ, নকিয়ার সিম্বিয়ান, রিসার্চ ইন মোশনের ব্ল্যাকবেরি ও প্রথম স্মার্টফোন আইবিএম এর সাইমন। *কমপিউটার সিস্টেমে মানুষের মত কাজ করার যন্ত্র রোবট আর এটির জন্য যে শাস্ত্র তাকে রোবটিক্স বলে। স্বয়ংক্রিয় রোবটগুলোর উল্লেখযোগ্য হোন্ডার আসিমো, সনির আইবো, মুরাতার মুরাতা বয় প্রভৃতি।*ডেটা সংরক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে কমপিউটার ১৬ সংখ্যা ভিত্তিক অক্টাল, ০,১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ সংখ্যার দশমিক পদ্ধতির বদলে ০ ও ১ নির্ভর ডিজিটাল বা বাইনারি পদ্ধতি কাজ করে। *প্রোগ্রাম রচনা সবচেয়ে কঠিন অবজেক্ট/মেশিনের ভাষা। তবে উচ্চতর ভাষাকে মেশিনের ভাষাতে রুপান্তর করা হয় ইন্টার প্রিটর/কমপাইলারের মাধ্যম। *প্রোগাম রচনার ক্ষেত্রে এলগরিদমের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক ধাপ নির্ধারণ করে ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে চিত্র তৈরি করে, একে কোডিং/সুডাকোডের এর মাধ্যমে প্রোগামের ভাষাতে রুপান্তর করে ডি-বাগিং এর মাধ্যমে ***Syntax***/ চিহ্নগত ত্রুটি Logical /যুক্তিগত Execution/ বাস্তবায়নগত ত্রুটি দূর করে ফাইনাল প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়।

*সাইবার ক্রাইম বা ইন্টারনেট সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিরোধে ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মাধ্যমে অনুমতি ব্যতীত কোন নেটওর্য়াকে প্রবেশ/হ্যাকিং, অপ্রয়োজনীয় ফাইল পাঠিয়ে মেমোরি দখল/স্পার্মিং, ই-মেইল-ব্লগ-ওয়েব সাইটে হুমকি-মানহানি-হয়রানি বা সাইবার স্টকিং, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স আক্রমণ করে হার্ডওয়ার নস্ট করা/সাইবার ভান্ডালিজম, ডাটা চুটি-পরিচয় চুরি/সাইবার থিপ্ট, লগ-ইন এ্যাকসেস চুরি করে ই-কর্মাস ও ই-ব্যাংকিং এ ক্ষতি বা ফিশিং/ সদ্য প্রকাশিত সিনেমা মুভি বা বিভিন্ন তথ্যেও কপিরাইট ভায়োলেসন/পাইরেসি, ইন্টারনেটে কারও অডিও-ভিডিও বা ডকুমেন্ট অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার বা ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি থিপ্ট প্রভৃতির বিপক্ষে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। *অবাঞ্চিত প্রোগাম বা ভাইরাসের আক্রমনের হাত থেকে কমপিউটারকে রক্ষার জন্য কমপিউটর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম ফায়ারওয়াল। *একটি কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যখন কয়েকজন মাইক্রো কমপিউটারের মালিক পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে তখন তাকে বলে LAN । LAN ও WAN এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ডিসটেন্স কভারেজ বা আওতাধীন দূরত্ব। *নেটওয়ার্কের সকল কমপিউটার যখন একটি কেবল দ্বারা সংযুক্ত এবং কেবলের প্রত্যেক প্রান্তে একটি টার্মিনাল সংযুক্ত থাকে তখন তাকে কমপিউটার বাস বলে। *স্টার-রিং-বাস ইত্যাদি নেটওর্য়াকর সমন্বয়ে যে নেটওর্য়াক সৃষ্ট তাকে হাইব্রিড নেটওর্য়াক বলে। *দুই এর অধীক পোর্টযুক্ত রিপিটার (সিগন্যাল শক্তিশালীকরণ)কে বলা হয় Hub । আর হাব'কে সংযুক্তকারী মধ্যবর্তী নেটওয়ার্ককে বলা হয় Bridge ব্রিজ। তবে এক নেটওর্য়ককে আরেক নেটওর্য়াকের সাথে যুক্তকারীকে বলা হয় Getway গেটওয়ে। ব্রডব্যান্ডের জন্য অপরিহার্য নেটওর্য়াক Rauter রাউটার। বিশ্বব্যাপি রাউটার তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে সিসকো অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছে। ইন্টারনেটে রাখা তথ্যকে বলা হয় Web-Page ওয়েবপেজ এবং Home-Page ওয়েবপেজে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন সাইটকে হোম পেজ বলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখন কথোপোকথন কে বলা হয় Voice Chat ভয়েস চ্যাট। আর এর জন্য যে নিয়ম বা প্রটোকল মানা হয় তাকে বলা হয় VoIP Voice over internet protocol. * অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে স্কাইপি, ভাইবার, এমএসএন ম্যাসেঞ্জার, নেট টু ফোন, নেট মিটিং, কুল টক প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির মাধ্যম: * Internate ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৬৯ সালে * Intranet ইন্ট্রানেট এমন একটি ওয়েবসাইট যা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্যই ব্যবহার করতে পারে। * দুই বা ততোধিক ইন্ট্রানেট পরস্পর সংযুক্ত হলে তাকে বলা হয় Extranet এক্সট্রানেট। *ইন্টারনেটের উদ্ভাবক ভিন্টন গ্রে কার্ফ (যুক্তরাষ্ট্র) *ডিজিটাল ক্যামেরার জনক স্টিভেন জে সিসোন (যুক্তরাষ্ট্র) *লেজার এর জনক থিওডোর হ্যারল্ড টেড মেইম্যান *ব্যাংক (ATM) এর জনক জন শেফার্ড ব্যারন (বৃটেন); উদ্ভাবণ ১৯৬৭ সালে * Micro-soft মাইক্রো সফটের জনক বিল গেটস (যুক্তরাষ্ট্র) ; ১৯৭৫ * (WWW) এর জনক টিম বানারস লি (বৃটেন); উদ্ভাবন ১৯৯১ সালে * Mobile মোবাইলের আবিষ্কারক মার্টিন সি. কুপার(যুক্তরাষ্ট্র);১৯৭৩ * Yahoo ইয়াহ'র জনক জেরি ইয়াং (তাইওয়ান) ও ডেভিড ফেলো (যুক্তরাষ্ট্র); ১৯৯৫ সাল । *গুগল Google এর জনক সার্জেই বিন (যুক্তরাষ্ট্র); ১৯৯৮। *ফেসবুকের Facebook জনক মার্ক জুকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র); প্রতিষ্ঠা ২০০৪। * Twitter টুইটারের জনক জ্যাক ডোরসেই (যুক্তরাষ্ট্র); প্রতিষ্ঠা ২০০৬ *ই-বুক (e-book)এর জনক মাইকেল এস হার্ট *Compcat Discএর জনক নোরিও ওহগা (জাপান) *Mouse জনক ডগালাস এঙ্গেলবার্ট (যুক্তরাষ্ট্র) *প্রথম ল্যাপটপের নাম অসবর্ন ১ (Osborne 1) *আধুনিক Laptop ল্যাপটপের জনক বিল মোগারিজ *Search Engine জনক এলান এমটাজ *সবচেয়ে বড় Micro-processor মাইক্রো প্রসেসর Intel CorporationIntel প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে * E-mail ই-মেইলের জনক স্যামুয়েল রে টম লিনসন (যুক্তরাষ্ট্র) * Wekileaks উইকিলিকস প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ অক্টোবর ২০০৬ উইকিলিকস এর প্রতিষ্ঠিতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (অস্ট্রেলিয়া) *Wekipedia প্রতিষ্ঠিতা জিমিওয়েলস, যুক্তরাষ্ট্র (২০০১) * অ্যাপলের স্টিভ জবস মারা যান ৫ অক্টোবর, ২০১১-জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারি,১৯৫৫; জন্ম স্থান সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র *স্টিভ জবসের আত্মজীবনী বায়োগ্রাফি অব স্টিভ জবস * Appleঅ্যাপল প্রতিষ্ঠিত হয় ১ এপ্রিল, ১৯৭৬ সদর দপ্তর ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র *প্রথম মোবাইল সিম তৈরি করে ১৯৯১ সালে জিসিক্কি এন্ড ডেভিয়েন্ট।

৩৮তম বিসিএস ফাইনাল সাজেশান, মহানুর ইসলাম জাতিপুঞ্জ-জাতিসংঘ:১

জাতিপুঞ্জ: * ৮ই জানুয়ারি ১৯১৮, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তার বিখ্যাত Fourtieen Point & Eight Particulars এর মাধ্যমে কালেকটিভ সিকিউরিটি/যৌথ নিরাপত্তার ধারণা প্রদান করেন *২৮ এপ্রিল ১৯১৯ এ সনদ গৃহীত হলে ১০ই জানুয়ারি ১৯২০ আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করেন বিশ্বের প্রথম বৈশ্বিক সংগঠন লিগ অব নেশন *প্রতিষ্ঠার সময় এই সংস্থাতে ৪০টি রাষ্ট্র যোগদান করেন সর্বশেষ রাষ্ট্র ছিল ৫৫টি *প্রথম মহাসচিব বৃটেনের এরিখ ড্রামন্ড এবং সর্বশে ফ্রান্সের যোসেফ এভেনল *১৯২৫ সালে লৌকর্ন চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি লিগ অব নেশনসে যোগদান করেন *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থাটিতে যোগদান করেন নি *১৯৩৯ এর কার্যক্রম বন্ধ হলেও ১৯৪৬-এ একটি আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের মাধ্যমে এটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

জাতিসংঘ: *১১টি পর্যায়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় *১২ই জুন ১৯৪১ লন্ডন ঘোষণায় ৯টি দেশ প্রথম কার্যক্রম শুরু করে *১৪ই আগস্ট ৪১, চার্চিল-রুজভেল্ট আটলান্টিক ঘোষণার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করে *১লা জানুয়ারি ৪২, ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি দেশ একত্র হয় ওয়াশিংটন ঘোষণায় *১৯৪৩ এ ভার্জিনিয়া সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তা বিয়টি আলোচিত হলে ১৯৪৫ FAO প্রতিষ্ঠিত হয় *১৯-৩০ অক্টোবর ৪৩, মস্কো ঘোষণা ও ৭ দফা গৃহীত হয় এখানে জাতিসংঘ নামটি ব্যবহার করা হয় *নভেম্বর ৪৩, তেহরান সম্মেলনে চার্চিল-রুজভেল্ট-স্টালিন ৩ শীর্ষ নেতা মিলিত হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়ে যায় *জুলাই ১৯৪৪ ব্রিটেন উডসে ৪৪ রাষ্ট্রের বৈঠক হলে IMF World Bank প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় *২১ আগস্ট ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনে জাতিসংঘের ৫টি স্থায়ী সদস্য নির্ধারিত হয় *৪-১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াল্টা সম্মেলনে ৫টি সদস্য রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয় *২৫এ এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন বৈঠকে ২৬শে জুন ৫০টি রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হলে ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করে *১১১টি ধারা ও ১৯টি অধ্যায় নিয়ে আর্টিবান্ড ম্যাকলেস জাতিসংঘ সনদ তৈরি করে *উপস্থিত না থেকেই সদস্য হয় পোল্যান্ড; সুতরাং ৫১টি সদস্য নিয়ে জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করেন ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস *১লা জানুয়ারি ১৯৪২ জাতিসংঘের নামকরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট *জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ৫টি *ইস্ট নদীর তীরে ৩৯তলার ফ্ল্যাসিং মিডোস নামক বিল্ডিং এর মূল দাতা ছিল ৮.৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানকারী জন ডি রকফেলার *ইংরেজি, ফ্রান্স, স্প্যানিস, রুশ, চীনা ও আরবী এই ৬টি জাতিসংঘের ভাষা তবে কার্যকর ভাষা প্রথম দুইটি *১৯৭১ সালে ডব্লিউ এইচ অডেন এর হাইম টু ইউনাইটেড নেশন গানটিতে সুরারোপ করেন স্পেনিশ শিল্পি পাবলো কাসালস *২০অক্টোবর ৪৭ হালকা নীল রং এর মাঝে সাদা বৃত্ত ও বৃত্তের মাঝে জাতিসংঘ প্রতীক ও জলপাই ডাল জড়ানো বিশ্বমানচিত্র *১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় টোকিওতে *৬০টিরও বেশি দেশের ধাতব মুদ্রা গলিয়ে জাতিসংঘ ঘন্টা তৈরি করা হয় যাতে লিখাআছে নিরস্ত্রুশ বিশ্বশান্তি দীর্ঘজীবি হোক *৮জন ব্যক্তি ও ৯টি জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন *জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩; সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান *তাইওয়ান পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই। অন্যান্য গু-রুত্বপূর্ণ তথ্য: *২০১৭-১৮'র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য বলিভিয়া, ইথিওপিয়া, ইতালি, কাজাখস্তান, সুইডেন এবং ২০১৬-১৭'র সালের অস্থায়ী সদস্য মিসর, সেনেগাল, জাপান, ইউক্রেন, উরুগুয়ে = ১০ টি। *জাতিসংঘের ৮ জন মহাসচিবের মধ্যে প্রথম নরওয়ের ট্রিগভলি এবং সর্বশেষ দ. কোরিয়ার বান কি মুন *জাতিসংঘের লাইব্রেরির নাম দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরি *নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতিতে নতুন সদস্য নির্বাচিত হয় *জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক ভ্যাটিকান ও প্যালেস্টাইন *সদস্য নয় এমন স্বাধীন রাষ্ট্র ৪টি তাইওয়ান, ভ্যাটিকান, ফিলিস্তিনি ও কসোভো *প্রাথমিক ভাবে উপস্থিত না থেকেও সদস্য পদ লাভ করে পোল্যান্ড *সর্বোচ্চ ২২% চাঁদা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র এবং টোঙ্গা-নাউরু-কিরিবাতিকে চাঁদা প্রদান করতে হয় না *বাংলাদেশ ০.০১% চাঁদা প্রদান করে *সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবার *জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ সালে *জাতিসংঘের Uniting for the peace resolution বা শান্তির জন্য ঐক্য গৃহিত হয় ১৯৫০ সালে ৩ নভেম্বর কোরিয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে *জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন এটলি এবং প্রথম সভার পরিচালনা করেন প্রথম অস্থায়ী মহাসচিব বৃটেনের লর্ড গ্লাডস্টোন *নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য ১৫ *স্থায়ী ৫টি ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ১০টি নির্বাচিত *বর্তমান নির্বাচিত অস্ট্রেলিয়া-আর্জেন্টিনা-লুক্সেমবার্গ-দ. কোরিয়া-রুয়ান্ড *১৯৬৫ সালের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল ১১টি *নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত পাশ করতে ৫টি স্থায়ী ও ৫ টি অস্থায়ী মিলে মোট ১০টি রাষ্ট্রের সম্মতির প্রয়োজন হয়

৩৮তম ফাইনাল সাজেশান, মহানুর ইসলাম,আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠন:৪

সদর দপ্তর	সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	বর্তমান সদস্য	পরিচালক	সর্বশেষ সদস্য
Chicago	Lion's Club	1917		মেলভিন জোন্স	
	Rottary Int.	1905	189	পল পার্সি হ্যারিস	
Paris	UNESCO	1945	195		১৯৫তম ফিলিস্তিন
Leo	Interpool	1923	190		দক্ষিণ সুদান ২০১১
Jakarta	ASEAN	1967	10	লি লং মিন	কম্বোডিয়া
Addis Ababa	AU	1963	54	হেল মারিয়াম ডেমিরেল	দ. সুদান (৫৪)
Singapor	APEC	1989	21		রাশিয়া-ভিয়েতনাম-পেরু
Madrid	WTO				
Dubie	ICC		122	শশাঙ্ক মনোহর	
Urike	FIFA		211	যোসেফ ব্লাটার	
Barline	TI		1993	প্রতিষ্ঠাতা পিটার ইজেন	
Mosko	WARSAW	বিলুপ্ত			
	COMICON				
	COMINOR				
	CIS				
Vangcuvar	Green Peace		1971		
Khatmando	SAARC	8	1985	অর্জুন বাহাদুর থাপা	স্বপ্নদ্রষ্টা: জিয়াউর রহমান

নৈতিকতা-মূল্যবোধ-সু-শাসনঃ

মূল্যবোধঃ

যে বোধ বা ধারণাগুলোর সমাজ মূল্য দিয়ে থাকে সেটিই মূল্যবোধ। এই ধারনা দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেঃ ক. ভাল কাজ করা খ. খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। মুল্যবোধ এমন একটি বিষয় যা করলে সমাজ প্রশংসা করে কিন্তু পুরস্কার বা পারিশ্রমিক প্রদান করেনা। আবার না করলে শাস্তি প্রদানও করেনা। তবে এই কাজগুলো পালন করলে সমাজ তাকে মূল্যবোধ সম্পর্ণ ভাল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই মূল্যবোধকে আকিদা বা সদ বিশ্বাস বলে মনে করে। এর বহু বচন আকাঈদ বা সদ্ বিশ্বাসের সমষ্টি । বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী মূল্যবোধকে বিবৃত করেছেন:পোপেন বলেছেনঃ "ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয়"। ওয়েবসটার বলেছেন "প্রত্যাশিত ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশংসিত আচরণ"। মেটা স্পেন্সার বলেছেন "সদাচরণ ও ভালমন্দের মানদন্ড"। নিকোলাস রেসার বলেছেন "মানুষ যে গুনগুলোকে মূল্যবান মনে করেন"। মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Values.*মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সু-শিক্ষা * সভ্যতা, সাংস্কৃতি, দেশপ্রেম, জনসেবা, পরোপকারের সংরক্ষণ মানুষ মূল্যবোধ তাড়িত হয়েই করে। * মূল্যবোধ হচ্ছে নৈতিকতা এবং সু-শাসনের ভিত্তি। * মূল্যবোধ মানব সত্তার বিকাশ সাধন করে নৈতিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সু-শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। *মূল্যবোধের শিক্ষা নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। * পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধ ৮ প্রকার যথা: অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, যুক্তিযুক্ত ও আধুনিক। * সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যবোধ ৬ প্রকার যথা:ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও দলীয়, পেশাগত ও সামষ্টিক বা সামাজিক। *উদ্দেশ্যগত ভাবে মূল্যবোধ ৪ প্রকার যথা; উপায়গত, উদ্দেশ্যগত, সুস্পস্ট ও চাপহীন। *ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবোধ ২ প্রকার যথা: ইতিবাচক ও নেতিবাচক। *মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিকতা জাগ্রত করা। * মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো হচ্ছেঃ সততা, ন্যায়পরায়নতা, একতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সুশিক্ষা, সামাজিকতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ, জনকল্যানের প্রচেষ্ঠা, নীতি ও ঔচিত্যবোধ। *সুশাসনে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব হচ্ছেঃ রাজনীতিবীদদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাবোধ সৃষ্টি করা, দূর্নীতি থেকে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের নিরুৎসাহিত করা, নাগরিকদের দেশপ্রেম জাগ্রত করা, সুনাগরিক সৃষ্টিতে মানবীয় গুনাবলির সৃষ্টি করা, ইভ টিজিং-এসিড নিক্ষেপ-পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ-নির্যাতন-আইন বিরোধী কাজে নিরুৎসাহিত করা। মূল্যবোধ শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ পরিবার ও দ্বিতীয় ধাপ সমাজ *মেথেটিক্স শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পরনীতিবিদ্যা; প্রিন্সিপিয়া ইথিকা গ্রন্থের মাধ্যমে জি. ই. ম্যুর পরনীতি বিদ্যা চর্চা শুরু করেন ।

নৈতিকতাঃ *মূল্যবোধের পালনই নৈতিকতা। অর্থাৎ ইতিবাচক মূল্যবোধের পালন এবং নেতিবাচক মূল্যবোধ বর্জনই নৈতিকতা। * নৈতিকতা হচ্ছ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণ বিধি *মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শুরু হয় পরিবার থেকে * জোনাথন হাইটের মতে, ধর্ম-ঐতিহ্য-মানব আচরণ এই তিনটি বিষয় থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব। ইংরেজি শব্দ Ethics গ্রিক শব্দ Ethica থেকে নৈতিকতা শব্দের উদ্ভব। আরবী শব্দ খুলকুন অর্থ নৈতিকতা এবং এর বহুবচন হচ্ছে আখলাক বা নৈতিক আচরনের সমষ্টি। *সমাজের প্রথা, আর্দশ, ধর্ম ও ন্যায়বোধ থেকে নৈতিকতার উদ্ভব *নৈতিকতা বিরোধী কাজই মূল্যবোধের অভাব *কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ৬টি নীতি হচ্ছে ক.কর্মের স্বাধীনতা খ.উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা গ.জবাবদিহিতা ঘ.সমন্বয় ঙ.উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা চ.কার্যকারিতা *আমলাদের দক্ষতার ওপর প্রশাসনের দক্ষতা নির্ভরশীল *আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র।

সুশাসনঃ যে শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধের লালন এবং নৈতিকতার পালন করা হয় তাকে সুশাসন বলে। *সু-শাসন শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলে * ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক সর্ব প্রথম ৬টি সুচক ব্যবহার করে সু-শাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, সরকারি কাজে দক্ষতা, দূর্নীতি দমন, আমলাতন্ত্রের দক্ষতা) । * ইউএনডিপির মতে, সুশাসন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণ তার অধিকার ভোগ ও চাহিদা পুরণ করতে পারে। *প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে সু-শাসনের ৪টি উপাদানের কথা বলেছেন। মিডলবার্গ বলেন 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক'। * আমলাতন্তের বা আমলাদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতা। আমলাতন্ত্রের দক্ষতার দিক থেকে এশিয়াতে সবচেয়ে এগিয়ে সিঙ্গাপুর। * ৬টি নীতির ওপর ভিত্তি করে দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে ওঠে (কর্মের স্বাধীনতা, উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা) *ই-গর্ভনেন্স সূচকে শীর্ষ দেশ দক্ষিণ কোরিয়া এবং সর্বনিম্ন সোমালিয়া *বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেন *গুজরাট রাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেল। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জেলে যেতে বাধ্য হয় তামিলনাড়ুর জয়ললিতা। ভারতের বর্তমান মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ *জাতিসংঘ ২০১৪-২৩ সালকে টেকসই জ্বালানি দশক হিসেবে ঘোষণা করেন *২০১৪ সালে বিংশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে নারী প্রতিনিধিত্বে শীর্ষ দেশ রুয়ান্ড *সৌরবিদ্যুতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীন *বিশ্বের ১৭টি দেশে সমলিঙ্গ বিয়ে স্বীকৃত হয় *স্বেচ্ছামৃত্যুতে অনুমোদন পাওয়া বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র বেলজিয়াম *বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুসারে বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবাতে শীর্ষ রাষ্ট্র ফ্রান্স *পারমাণবিক অস্ত্র নিরাপত্তা সূচকে শীর্ষ দেশ অস্ট্রেলিয়া *বিশ্বের প্রথম গাঁজাকে বৈধতা প্রদানকারী দেশ উরুগুয়ে *নাস্তিকতার জন্য মৃত্যদন্ড প্রদান করা হয় বিশ্বের ১৩টি দেশে *১লা মে ১৭০৭ এ স্কটল্যান্ডকে রানী

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

01836672102